বিদ্যাসুন্দর নাটক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

ষ্ট্যানহোপ্ প্রেস, সং ১৮২, বহুবাজার রোড্।

শক ১৭৮৭। ইং ১৮৬৫।

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ।
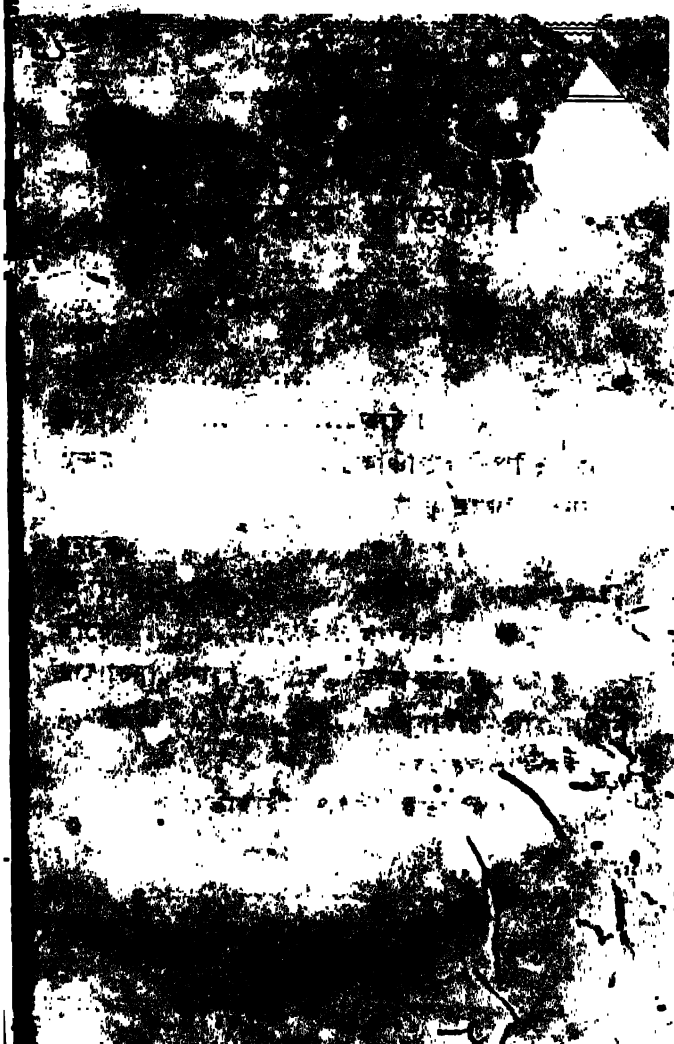
রাজা বীরসিংহ............বর্দ্ধমানাধিপতি।
মন্ত্রী........................
গঙ্গা........................ভাট।
সুন্দর................ ... ... কাঞ্চীপুরাধিপতি গুণ-সিন্ধু রাজার তনয়।
ধূমকেতু... ....কোটাল।
বিদ্যা............... ... ... রাজা বীরসিংহের কন্যা।
হীরে............ ... ... মালিনী।
সুলোচনা, চপলা.. ... ... রাজকন্যার সখী।
বিমলা................ ... ... রাজবাটীর প্রতিবাসিনী এবং চপলার সই।

প্রতীহারী, প্রহরী, ইত্যাদি।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন সময়ে
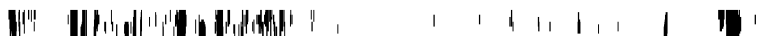
গ্রন্থকারের ভূমিকা।

কথিত আছে যে কোন ধনবানের নিকটে একজন ভাঁড় নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ অভিনব কৌতুক প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হওয়াতে এক দিন নূতন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এক জন মুটের ঝাঁকাতে বসিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রভুর নিকটে উপনীত হইল। ধনী এই অদ্ভুত ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি!" ভাঁড় কর যোড় করিয়া উত্তর করিল "মহাশয়, আজ্‌কের এই নূতন!"—আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও প্রায় সেই রূপ হইয়াছে; অর্থাৎ সকলের আবাল্য-পরিজ্ঞাত ভারতচন্দ্ররচিত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, ইত[illegible] এবং পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নাটকের পরিচ্ছদে "আজ্‌কের এই নূতন" বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে আমার অধিক [illegible] বাক্যের প্রয়োজন করে না, কারণ বান্ধবগণের অনুরোধক্রমে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং কেবল

বান্ধববর্গেরই ব্যবহারার্থ ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইল। যেমন কোন অপটু পাচককে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে নিতান্ত অপকৃষ্ট পাক হইলেও তাহাকে দোষী করা যাইতে পারে না, সেইরূপ আমার প্রতিও এই রচনা বিষয়ে বিশেষ দোষারোপ হওয়ার সম্ভব নাই। কিন্তু যদ্যপি এই ক্ষুদ্র নাটকদ্বারা বান্ধবদিগের অর্দ্ধ দণ্ডের নিমিত্তেও সুখ-সম্পাদন হয় তবে একান্ত চরিতার্থ হইয়া আপনার সৌভাগ্যকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতে থাকিব; কিমধিক মিতি।

গ্রন্থকারস্য।

প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন।

প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল এতদ্দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদিগেরই ব্যবহারার্থ ১০০ একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান। পুস্তকপ্রণেতা সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহা প্রকাশিত করেন নাই কেন, তাহার কারণ আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত নহি। বোধ হয়, কবিবর ভারতচন্দ্রের রসপূর্ণ কাব্যখানি নাটক-পরিচ্ছদে পাছে রসহীন হইয়া সাধারণের আদরণীয় না হয়, এই আশঙ্কায় তিনি এতদ্গ্রন্থ সর্ব্ব-সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রতি আমাদের সাতিশয় অনুরাগ আছে এবং আমরা দেখিয়াও আসিতেছি যে, যাঁহাদিগের নয়নপথে ইহা কখন না কখন পতিত হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই ইহাকে বিশেষ সমাদর করেন। এমন কি, এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে কি না, মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকেন। অতএব, পুস্তক খানি পুনর্ম্মুদ্রিত হইলে সাধারণের অগ্রাহ্য হইবেনা,

এই বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা গ্রন্থকার মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। মহানুভব গ্রন্থকার স্বীয় উদার স্বভাব বশতঃ এই গ্রন্থের স্বত্ব আমাদিগকে একেবারে দান করেন। অধিকন্তু তিনি আমাদিগের প্রতি বিশিষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন এবং স্থানবিশেষে কোন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করেন এবং স্থানে স্থানে নূতন নূতন বিষয়েরও সন্নিবেশন করেন। আমরাও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা-সহকারে গ্রন্থখানিকে সুদৃশ্য করিবার জন্য ছয় খানি চিত্রদ্বারা শোভিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারার্থ পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমরা চরিতার্থ হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

কলিকাতা।
ষ্ট্যানহোপ্ প্রেস।
নং ১৮২, বহুবাজার রোড,
তাং ১ আশ্বিন ১২৭২।

বিদ্যাসুন্দর নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

বৰ্দ্ধমান রাজবাটী—(রাজসভা)।

রাজা। (সচিন্তায়) তাইতো, কি আশ্চর্য্য। এতগুল্লো রাজপুত্র এলো, তার মধ্যে একটাও কি মানুষের মধ্যে হোলো না? তাদের রাজবংশে জন্ম মাত্র, বস্তুতঃ সকল গুণেই পশু; আগে এরূপ জান্‌ল্যে আমার কন্যার অমন বিষম প্রতিজ্ঞায় কি সম্মতি দিতেম? তবে একবার সম্মত হয়ে আর তার অন্যথাও তো কর্ত্তে পারি না। এখন্ বিবেচনা হচ্চে যে বিদ্যার বিদ্যা গুণ না হয়ে কেবল দোষের হেতু হয়ে উঠ্‌লো।—চারা

এই বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা গ্রন্থকার মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। মহানুভব গ্রন্থকার স্বীয় উদার স্বভাব বশতঃ এই গ্রন্থের স্বত্ব আমাদিগকে একেবারে দান করেন। অধিকন্তু তিনি আমাদিগের প্রতি বিশিষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন এবং স্থানবিশেষে কোন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করেন এবং স্থানে স্থানে নুতন নুতন বিষয়েরও সন্নিবেশন করেন। আমরাও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা-সহকারে গ্রন্থখানিকে সুদৃশ্য করিবার জন্য ছয় খানি চিত্রদ্বারা শোভিত করিয়া সাধারণের ব্যবহারার্থ পুনর্ম্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমরা চরিতার্থ হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

কলিকাতা।
ষ্ট্যানহোপ্ প্রেস।
নং ১৮২, বহুবাজার রোড,
তাং ১ আশ্বিন ১২৭২।

বিদ্যাসুন্দর নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

বর্দ্ধমান রাজবাটী—(রাজসভা)।

রাজা। (সচিন্তায়) তাইতো, কি আশ্চর্য্য! এতগুলো রাজপুত্র এলো, তার মধ্যে একটাও কি মানুষের মধ্যে হোলো না? তাদের রাজবংশে জন্ম মাত্র, বস্তুতঃ সকল গুণেতেই পশু। আগে এরূপ জান্‌লে আমার কন্যার এমন বিষম প্রতি-জ্ঞায় কি সম্মতি দিতেম? তবে একবার সম্মত হয়ে আর তার অন্যথাও তো কত্তে পারি না। এখন্‌ বিবেচনা হচ্চে যে বিদ্যার বিদ্যা গুণ না হয়ে কেবল দোষের হেতু হয়ে উঠ্‌লো।—চারা

কি!—কেমন মন্ত্রি, তুমি কিছু উপায় স্থির ক
পেরেছ?

মন্ত্রী। মহারাজ যা আজ্ঞা কল্লেন্ স
যথার্থ বটে। লক্ষ্মী সরস্বতী উভয় দেবীর
এক জনেতে হয় সামান্য তপস্যার কর্ম
সুতরাং এমন ভাগ্যশীল পুরুষ পাওয়া স
সুকঠিন। তবে সম্প্রতি শ্রুত হয়েছি যে কা
পতি গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর নামে যুব
না কি নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, অত্যন্ত কবি, অ
পণ্ডিতের নিকটে বিচারে জয়লাভ করেছে
এতে——

রাজা। সে কি! গুণসিন্ধু রাজার যে
পুত্র আছে এত আমি জান্তেম না!

মন্ত্রী। আজ্ঞা আমি বিশেষ শুনেছি
না কি অপূর্ব্ব সুন্দর পুরুষ আর মহাপণ্ডি
অতএব অনুমান হয় যে তিনি যখন এত
লাভ করেছেন তখন আমাদের রাজকন্যে বি
কেও লাভ কল্লে কত্তে পারেন্। তবে বল
না; ঈশ্বরের ইচ্ছা আর ভবিতব্যতা। কি

বল্যে নিশ্চিন্তও থাকা উচিত নয়। আমার এই অভিপ্রায় যে এখান্‌কার সংবাদ নিয়ে জনৈক লোক কাঞ্চীপুরে প্রেরিত হয়।

রাজা। হাঁ, সুযুক্তি বটে। তবে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়, এক্ষণেই লোক প্রেরণ করা উচিত। (প্রতীহারীর প্রতি) কোই যাও। গঙ্গাভাটকো ইহাঁ আনে কহো।

প্রতী। যো হুকুম্ মহারাজ।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা। (সখেদে) বিদ্যাবতীর অদৃষ্টে যে বিবাহ আছে এমন্ তো আমার মনে লয় না; তবে আমাদের চেষ্টা কর্য়ে দেখ্‌তেই হবে।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ! এও কি সম্ভব হয়? পূর্ব্বকালে সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে অতি কঠোর পণও রক্ষা হয়েছিল, আর আমাদের এই সামান্য প্রতিজ্ঞাটা কি রক্ষা হবে না? বিশেষতঃ শাস্ত্রেরও অভিপ্রায় এই যে, কন্যা জন্মাবার অগ্রেই তার বরপাত্রের জন্ম হয়। ... চেৎ দেখুন

আজ্ পর্য্যন্ত কার কন্যা অবিবাহিতা রয়েছে? অতএব মহারাজ, আপনি এ বিষয়ের অনর্থক চিন্তা দূর করুন্।—এই যে আমাদের ভট্টরাজ এসেছেন।

(প্রতীহারীর সহিত গঙ্গাভাটের প্রবেশ।)

তিনি না কি নানা বিদ্যা উপার্জন করেছেন, তাতে বোধ করি তিনি আমাদের বিদ্যার উপ[যুক্ত] পাত্র হল্যেও হতে পারেন। অতএব আমার ইচ্ছা যে তুমি সত্বর কাঞ্চীপুর গমন কর। আর পার যদি রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে এখানে উপস্থিত হইয়ো—বিলম্ব যেন না হয়, কারণ রাজকন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, আর অধিক দিন তাকে রাখাও যায় না, তা তুমিতো বুঝ্‌তেই পাচ্চো।

ভাট। মহারাজ! কোন্ বিচিত্র কথা! আমি এই মুহূর্ত্তেই যেতে প্রস্তুত আছি।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) গুণসিন্ধু রাজাকে এক পত্র দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তুমি তৎপর হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কর। আর অদ্যই যাতে গঙ্গাভট্ট বর্দ্ধমান হত্যে যাত্রা করে এমত উদযোগ কর্য্যে দেও, এর অন্যথা যেন কোন মতে না হয়।—বেলা অতিরিক্ত হোলো এখন আমি অন্তঃপুরে গমন করি।

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বর্দ্ধমানের এক উদ্যান—(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। (স্বগত) বর্দ্ধমানের সৌন্দর্য্য বিষয়ে যা শ্রুত ছিলেম এসে তা হত্যেও অধিক দেখ্‌লেম। আহা! কিবা সকল অট্টালিকা! কি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ সকল! কতই বা বাণিজ্যের উন্নতি! বিপণি সকল নানাবিধ দ্রব্য-জাতে পরিপূর্ণ! আর জনগণ নিজ নিজ কার্য্য উপলক্ষে স্রোত প্রবাহের ন্যায় গমনাগমন কচ্চে। আবার স্থানে স্থানে প্রহরী সকল শান্তিরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রয়েছে। প্রজাগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন কচ্চে। আহা! রাজা কি সামান্য ভাগ্য-ধর! পিতার রাজধানী অতি অপূর্ব্ব বটে, কিন্তু কি জানি এস্থানের ম[illegible]তা আমার কাছে কোন স্থানই মনোহর বোধ হয় না। এ নগরের নাম বর্দ্ধমান; উপযুক্ত নামই বটে। এখানে ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল গুণই বর্দ্ধমান—

(স্মিতমুখে) এখন অভিলাষ যে আমার সৌভাগ্যও যেন এখানে বর্দ্ধমান হয়। (চতুর্দ্দিক অবলোকন) এ উদ্যানটিই বা কি মনোহর! বৃক্ষ সকল নানাবিধ ফলফুলে সুশোভিত। চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে পরিপূর্ণ আর মধ্যস্থলে কি সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর! প্রকৃতি যেন এতে আপনার কুসুম-ভূষিত রূপ লাবণ্যের প্রতিবিম্ব স্থিরভাবে দর্শন কচ্চেন। এ বিপিন-বিহারী বিহঙ্গগণ যথার্থ স্বর্গসুখভোগে রয়েছে এবং বোধ হয় সেই সুখ অনুভব করেই তারা অবিরত উল্লাসে মধুরধ্বনি কচ্চে। আহা! স্থানটী অতি রমণীয়। তা এই বকুলের মূলে বস্যে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি না কেন? (উপবেশন) আঃ শরীরটা বড় স্নিগ্ধ হলো। এ সুশীতল সুরভি পবন বোধ হয় সেই ভুবনমোহিনীর অঙ্গ স্পর্শ কর্য্যে এসে থাকবে! নচেৎ এমন স্নিগ্ধ সৌগন্ধ গুণ [illegible] আর কিসে সম্ভব হতে পারে? হুঁ! সকলিতো সুখের বটে কিন্তু যে চিরন্তন সুখসাধনের অভিলাষে এখানে আসা তার কি করা যায়? আমি তো এখানকার কিছুই

জানিনে, কাকেও চিনিনে, ছদ্মবেশে এসেচি। এখন কি করি? (চিন্তা)।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)।

প্রহ। (স্বগত) এ আবার কে? বিদেশী বোধ হচ্চে। কিছু আদায় কর্‌বার যোগাড় কল্লে হয় না? দেখিই না কেন। (প্রকাশে) কে হে তুমি?

সুন্দর। আমি এক জন বিদেশী মানুষ।

প্রহ। আরে তাতো দেখ্‌তেই পাচ্চি। তোমার বাড়ী কোথায়?

সুন্দর। বাড়ী দক্ষিণ।

প্রহ। দক্ষিণ কোন্ দেশে? দক্ষিণ তো আমাদের দক্ষিণ মশান অবধি যমের দক্ষিণ দুয়ার পর্য্যন্ত সকলি দক্ষিণ।

সুন্দর। না হে বাপু, ততো দূরে নয়।

প্রহ। তবে কোথায় তাই বলনা?

সুন্দর। কাঞ্চীপুর।

প্রহ। কাশী কাঞ্চী যে বল্যে থাকে সেই কাঞ্চী না কি?

সুন্দর। কাশী কাঞ্চী বল্যে থাকে বটে, কিন্তু কাশীতে আর কাঞ্চীপুরে অনেক ব্যবধান।

গ্রহ। বটে! তা এখানে কি মনে করে?

সুন্দর। বিদ্যালাভ কত্তে।

গ্রহ। কি বিদ্যা লাভ করবে?

সুন্দর। সকলের যা প্রধান বিদ্যা।

গ্রহ। সকলের প্রধান বিদ্যা? সে কি চুরি বিদ্যা না কি?

সুন্দর। (ঈষৎ হাস্যমুখে) এদেশে কি সেই প্রধান?

গ্রহ। (আস্ফালন পূর্ব্বক "লকড়ী খেলার" ন্যায় পাদ বিক্ষেপ ও যষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া) নৈলে আমরা আর আছি কি কত্তে? সে বিদ্যায় যারা যারা পণ্ডিত তাদের সকলকেই এই আমাদের হাত দিয়ে পার হতে হয়। আর সে বিদ্যায় যার যেমন দৌড়, তাকে তেম্‌নি পুরস্কার আমরা দিয়ে থাকি।

সুন্দর। বটে?

গ্রহ। আবার জান, ঐ বিদ্যার পুরুস্কারের

জন্যে আমাদের এখানে এক নতুন যন্ত্র তৈয়ার হয়েছে? "তুড়ুম্" কখন শুনেছো?

সুন্দর। না।

প্রহ। দুখানা মোটা কাট্ একত্র করা, তারি মধ্যে চোর ভায়ার পা আট্‌কে দিয়ে এম্নি করে্যে ফেলে রাখি (সহসা সুন্দরের দক্ষিণ পদ লইয়া আপনার উভয় জানু-সন্ধির মধ্যে স্থাপন) আর যতক্ষণ না আমাদের পূজা দেয় ততক্ষণ ছাড়িনে।

সুন্দর। (সবলে পদাঘাত ও গাত্রোত্থান এবং প্রহরীর ভূমিতে পতন) আ মোলো যা!

প্রহ। (অপ্রস্তুত ভাবে) হাঁ হাঁ, এমনও কখন হয়; চোরেরা এম্নি করে্যে কখন কখন পা ছাড়িয়ে নেয় বটে, কিন্তু তার আবার আর এক প্রতীকার আছে। আমরা তখনি তার পিঠে ত্রিলক্ষণ করে্যে কোড়া লাগিয়ে দিয়ে থাকি; সেটাও তোমাকে তবে দেখিয়ে দিতে হোলো।

সুন্দর। (কিঞ্চিৎ সক্রোধে) হ্যা দেখো, আমার সঙ্গে বড় ও রকমে চল্‌বে না। এখনি এম্নি একটি মুষ্ট্যাঘাত করবো যে তোমার সেই

দক্ষিণ মশান অবধি যমের দক্ষিণ দুয়ার পর্য্য
এক নিমেষের মধ্যে দেখিয়ে দিব। তুমি (
জন্যে এমন কচ্চো তা বোঝা গেছে, তা আমা
কাছে বল প্রকাশের কর্ম্ম নয়। বরঞ্চ অমি
কিছু দিচ্চি, নিয়ে আনন্দ করগে, মিছে বিদেশ
লোকের সঙ্গে বিবাদ করায় ফল হবে না
(কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান)।

প্রহ। (গ্রহণ করিয়া সপুলকে) না না তুমি
বড় বেশ লোক ভাই, তুমি বেশ্ লোক ! তুমি
স্বচ্ছন্দে যে বিদ্যা ইচ্ছা হয় লাভ করগে। অন
বিদ্যা দূরে থাক, পার যদি তো রাজকন্যে বিদ্যাকে
লাভ করগে; কোন্ শালা আর্ তাতে কথা
কবে। তুমি বেশ লোক।

[সানন্দে প্রস্থান।

সুন্দর। আঃ ! বাঁচা গেল ! বেটা কিছু অর্থের
নিমিত্তে এতো কচ্ছিল তা জান্‌লে যে কোন্
কালে পাপ বিদায় কত্তেম্। যাহোক, প্রথমেই
তো এই এক উৎপাত, না জানি এখন আরো
কত আছে।

(রাগিণী সুরট-খাম্বাজ—তাল খেমটা)।

আহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে।
নির্জনে গড়েছে বিধি এ নবীন রতনে॥
শরদের পূর্ণশশী, ভূমে কি পড়িল খসি,
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে বিহরিতে ভুবনে।
এরূপ দেখিলে পরে, রতি মন মোহি করে,
রমণীর মন তাহে স্থির হবে কেমনে।
মনে হেন সাধ যায়, এর লাগি পুনরায়,
নবীন বয়স পেয়ে রাখি হৃদে যতনে॥

অনুমান হয় এ বিদেশী কেউ হবে, কেননা বর্দ্ধমানের ভিতরে আমার অগোচর কে আছে? কি যুবো, কি বুড়ো, হীরে মালিনী যাকে না জানে সে তো মানুষের মধ্যেই নয়। যা হোক্, এর বাড়ীর লোক একে ছেড়ে দিলে কেমন কোরে? এর যদি নারী থাকে তবে তার বাড়া অরসিক তো ত্রিভুবনে নাই। এমন পতি কি কেউ কাছ্ ছাড়া করে? তা মিছে ভেবেই বা কাজ্ কি? কাছে গিয়ে দুটো কথাই কেন কই নে?

(নিকটে গিয়া সহাস্যমুখে) হা গো—বিদেশীর মত তোমাকে দেখ্‌ছি, তুমি কে গা?

সুন্দর। (স্বগত) ইনি আবার কে? (প্রকাশে) আমার বাড়ী দক্ষিণ দেশে,—আমি বিদ্যাব্যবসায়ী,—বিদ্যালাভ কত্তেই এখানে আসা।

হীরে। তা এখানে বস্যে কেন?

সুন্দর। আমিতো এদেশের কাকেও চিনিনে শুনিনে, সুতরাং এপর্য্যন্ত বাসার স্থির কত্তে পারিনি—তাই এই ছায়ায় বস্যে শ্রান্তিদূর কচ্চি, আর ভাব্‌চি কি করি।—তুমি কে গা?

হীরে। আমি রাজবাড়ীর মালিনী, আমার নাম হীরে। আমার বাড়ী এই নিকটেই। তা ভাই আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? (নিকটে উপবেশন করিয়া) তিনকুলে আমার কেউ নাই। পোড়া যমে সব খেয়েছে, কেবল আমাকে যে কেন ভুলে রয়েছে তা বোল্‌তে পারিনে। (নয়ন-মার্জ্জন) তবে রাণী আর রাজকুমারী যথেষ্ট ভাল বাসেন, তাঁদের কাছেই সর্ব্বদা যাই আসি আর

কোন রকমে কাল কাটাই। যা হৌক, তোমার এখনো বাসার স্থির হয় নি; সাহস করে বল্‌তে পারিনে ভাই, আমার কোটাও নাই বালাখানাও নাই—তবে কিনা একলা থাকি, বাড়ীখানি ঘেরা ঘোরা বটে, যদি দুঃখিনী বল্যে ঘেন্না না করো তবে আমি বাসা দিতে পারি।

সুন্দর। (আত্মগত) ক্ষতি কি? বাসার সুসারে আশারও সুসার হতে পারে। এ সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে যায়, এর কাছে সেখানকার সকল সমাচারই পেতে পার্‌বো। তবে মাগীর রীত্‌টে বড় ভাল দেখ্‌চি নে। আগে হত্যে একটা গুরু-তর সম্পর্ক পাতান যুক্তিসিদ্ধ। (মালিনীর প্রতি) আমি ভেবে দেখ্‌লেম আমার এর হত্যে উপকার আর কি হত্যে পারে, তুমি এ বিদেশে আমার মার মত কর্ম্ম কল্লে, তা আজ্‌ অবধি তুমি আমার মাসী—আমি তোমার বোন্‌পো।

হীরে। এর চেয়ে ভাগ্যি আর আমার কি আছে? তুমি আমার বাপ্‌ধন বাপের ঠাকুর—দয়া করো্য আমাকে যা বলো। যেমন হরি দয়া

করে্য যশোদাকে মা বলেছিলেন এও তাই হলো। আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে। এসো বাছা:—এসো, গা তুলে বাড়ীতে এসো; বাছা, তোমারি বাড়ী, তোমারি ঘর।

সুন্দর। হা মাসি, তবে চল।

[উভয়ের গমন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

হীরে মালিনীর বাটী।

(সুন্দর এবং হীরে মালিনীর প্রবেশ)।

সুন্দর। রাজবাটীর বৃত্তান্ত ত সকলই শুন্‌লেম, তা মাসি, রাজার কন্যা কি সেই একটিই মাত্র ?

হীরে। হাঁ বাছা, কন্যে সেই একটিই বটে, কিন্তু সে সামান্য কন্যে নয়, বোধ হয় কোন দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হয়ে জন্মেছেন, আর রাজারাণী দুজনে তাঁকে ভালোও বাসেন তেম্‌নি। সকল অপেক্ষা তিনিই তাঁদের স্নেহের বিশেষ পাত্রী। অধিক কি

কোন রকমে কাল কাটাই। যা হৌক, তোমার এখনো বাসার স্থির হয় নি; সাহস করে বল্‌তে পারিনে ভাই, আমার কোটাও নাই বালাখানাও নাই—তবে কিনা একলা থাকি, বাড়ীখানি ঘেরা ঘোরা বটে, যদি দুঃখিনী বল্যে ঘেন্না না করো তবে আমি বাসা দিতে পারি।

সুন্দর। (আত্মগত) ক্ষতি কি? বাসার সুসারে আশারও সুসার হতে পারে। এ সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে যায়, এর কাছে সেখানকার সকল সমাচারই পেতে পার্‌বো। তবে মাগীর রীত্‌টে বড় ভাল দেখ্‌চি নে। আগে হত্যে একটা গুরু-তর সম্পর্ক পাতান যুক্তিসিদ্ধ। (মালিনীর প্রতি) আমি ভেবে দেখ্‌লেম আমার এর হত্যে উপকার আর কি হত্যে পারে, তুমি এ বিদেশে আমার মার মত কর্ম্ম কল্লে, তা আজ্ অবধি তুমি আমার মাসী—আমি তোমার বোন্‌পো।

হীরে। এর চেয়ে ভাগ্যি আর আমার কি আছে? তুমি আমার বাপ্‌ধন বাপের ঠাকুর—দয়া করে্য আমাকে মা বলো। যেমন হরি দয়া

করয়ে যশোদাকে মা বলেছিলেন এও তাই হলো। আহা, বাছার মুখ্‌খানি শুকিয়ে গ্যাছে। এসো বাছা:—এসো, গা তুলে বাড়ীতে এসো ; বাছা, তোমারি বাড়ী তোমারি ঘর।

সুন্দর। হাঁ মাসি, তবে চল।

[উভয়ের গমন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

হীরে মালিনীর বাটী।

(সুন্দর এবং হীরে মালিনীর প্রবেশ)।

সুন্দর। রাজবাটীর বৃত্তান্ত ত সকলই শুন্‌লেম, হাঁ মাসি, রাজার কন্যা কি সেই একটিই মাত্র ?

হীরে। হাঁ বাছা, কন্যে সেই একটিই বটে, কিন্তু সে সামান্য কন্যে নয়, বোধ হয় কোন দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হয়ে জন্মেছেন, আর রাজারাণী দুজনে তাঁকে ভালোও বাসেন তেম্‌নি। সকল অপেক্ষা তিনিই তাঁদের স্নেহের বিশেষ পাত্রী। অধিক কি

বল্‌বো, উভয়ে তাঁকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক দেখেন।

সুন্দর। ভাল মাসি, রাজকন্যে তিনি কেমন?

হীরে। বাছা! তার কথা কি এক মুখে বল্‌তে পারি? তার কি রূপের তুলনা আছে?

(রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল খেম্‌টা)।

আঁখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তায়।
রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায়॥
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হল্যে পরে,
চিকণ চিকুর ভার চরণে লুটায়।
তার মাঝে মুখছাঁদ, জিনিয়ে শরদ চাঁদ,
দিবানিশি সম শোভে, বিমল শোভায়॥
সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনকলতা, লাজেতে লুকায়।
যৌবনের ফুল তায়, কমল মুকুল প্রায়,
হৃদয়ের মাঝে সাজে, যোগীরে ভুলায়॥
ক্ষীণতর কটি তার, বিপুল নিতম্বভার,
গমনেতে দোলে ঘন, নিজ গরিমায়।
যুবজন বধিবারে, বিধি বা গড়েছে তারে,
ইঙ্গিতে মর্ম্ম যার, মোহ হয়ে যায়॥

বাছা তার কথা কেন কও? তেমন্ রূপে গুণে কেউ কখন হয় নি হবে না—দেখেনি দেখ্‌বে না। কন্ত.বাছা তার প্রতিজ্ঞের কথা তো শুনেইছো। তার আর অধিক কি বোল্‌বো?

সুন্দর। হাঁ মাসি! সে কথা জানি। তা কখন কখন মনে হয় যে একবার রাজসভায় গিয়ে দেখিই না কেন বিদ্যার বিদ্যায় কত দূর দৌড়,—আবার ভাবি, কি জানি যদি না পারি তা হল্যে আর লজ্জা রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে না। ভাল মাসি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি তো প্রত্যহ রাজনন্দিনীকে মালা যোগাও, এক দিন আমার গাঁথা মালা নিয়ে যেতে পার?

হীরে। (ঈসদ্ধাস্য করিয়া). তুমি কি বাছা মালা গাঁথ্‌তে পার্‌বে? এ কর্ম্ম তো তোমার নয় বাপ্! তুমি মালা গাঁথ্‌লে রাজকন্যের মনে ধর্‌বে কেন?

সুন্দর। না মাসি, আমি এক রকম্ পারি, বোধ করি বড় মন্দ হবে না। বরঞ্চ তুমি আগে দেখো, ভাল না হল্যে নিয়ে যেয়ো না।

হীরে। (ঈষৎহাস্য মুখে) আচ্ছা, কাল্ তুমি মালা গেথো, দেখ্‌বো কেমন পার;—তা এখন নাবার খাবার বেলা হলো, চল তার উয্‌যুগ করে দিই গে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বিদ্যার মন্দির।

(বিদ্যা উপবিষ্টা,

সাজী কক্ষে মালিনীর প্রবেশ।)

হীরে। (ঈসদ্ধাস্য মুখে) কৈ গো—নাতিন ঠাকুরুণ কোথায় গো?—এই যে!—আজ এই মালা ছড়া গাঁথ্‌তে একটু দেরি হয়ে গেল, তা অম্নি তাড়াতাড়ি আস্‌চি, বলি ঐ যা! কত বেলাই না জানি হলো।

বিদ্যা। যা! যা! আর মিছে রঙ্গে কাজ নাই।

মস্ত রাত্তির টা যাগ্‌বি তা সকাল সকাল আস্‌বি কেমন করো? বুড়ো হয়ে তোর ঠাট্ বেড়েছে ব ভো কমে নি! এই এতটা বেলা হোলো এখনও জা হোলো না, আর জলবিন্দু মুখে দিই নি, তা তার কি? তুই আপন ঠাট ছলাতেই মত্ত াকিস্, আমার পূজা হলো বা না হলো তোর ায় বয়ে গেল কি?

হীরে। ওমা! সে কি গো! এ বয়েসে আমার াবার ঠাট ছলা কি দেখ্‌লে? অবাক্ কল্লে মা! ামি ভাব্‌লেম আজ্ ভালো করো মালা ছড়া াথে নে যাই, রাজনন্দিনী দেখে কতই সন্তুষ্ট বেন,—তা ভাল বলা পড়ে মরুক্—এর জন্যে া কথা উল্‌টে শুন্তে হলো। কপাল আর কি! কির স্বর্গেও সুখ নেই। তা যা হবার হয়েচে, াজ্‌কের মত ক্ষমা কর, এই নাকে কানে খত র এমন কখন হবে না। এখন নেও, এই ফুল ও।

বিদ্যা। (মাল্য হস্তে লইয়া সপুলকে) তাই া—আজ্ মালাছড়া গেঁথেছে ভাল যে!—

(পাতের কৌটার প্রতি নিরীক্ষণ করত তাহার মধ্যে কুসুম ধনুর্ব্বাণ দেখিয়া সচকিত) এ আবার কি? ফুলের ধনুর্ব্বাণ যে!—এ কল্লে কে? হীরে, সত্তি করো্যে বল্ দেখি এ মালা কে গেঁথেছে?

হীরে। আর গাঁথ্‌বে কে? আমিই গেঁথেছি।

বিদ্যা। না! না! তুই তো নিত্যিই গেঁথে থাকিস্, তা এমন তো এক দিনও হয় না। আজ্ তোকে এ মালা কে গেঁথে দিলে বল্?

হীরে। বল্লেম্ তো। আমার আর আছে কে যে আমাকে মালা গেঁথে দেবে, আপ্‌নিই গেঁথেছি।—বেলাটা ঢের হোলো এখন্ যাই—আবার রাঁধ্‌তে বাড়্‌তে হবে।

বিদ্যা। ঈস্! আজ্ যে আমার আইয়ের বড় ভাল্লা গা। রাগ্‌টা হয়েছে বুঝি? আরে বোস্ বোস্! আমার মাথা খাস্, বল্ এ মালা কে গাঁথ্‌লে? (হীরের অঞ্চল ধারণ)।

হীরে। না ভাই, আর তোমার সোহাগে কাজ্ নেই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্লে কি হবে

ল? তোমাদের ভাব্ বুঝে ওঠা ভার। ঐ যে
লে, বলে

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"

ভাই, আই বলা ছাড়; এম্নি আসি যাই
াই ভালো।

বিদ্যা। একটা কথা বল্লেম্ বলিই কি এত
াগ্? ছি! ছি! আই হয়ে নাত্নীর কথায় এত
াসা গা! আমার কথায় রাগ কোত্তে কি
ার একটু লজ্জা হয় না?

হীরে। আর তা বৈ কি ভাই, আমি মরি
ামার জন্যে—বলি কিসে মনের মত একটি
ত্জামাই হবে, শেষে তেরেস্কার খেয়ে আমারি
াণটা যায়—এখনকার এইতো বিচার!

বিদ্যা। তা ভাল করেই বল্না কেন? অর্দ্ধেক
াটে আর অর্দ্ধেক মুখে—ও আবার কি?

হীরে। ভালো করে আর বল্বো কি? দক্ষিণ
শে কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রাজার নাম পূর্ব্বে
নেছো, তাঁরি পুত্র সুন্দর, যাঁর জন্যে আমাদের

মহারাজ সে দিন গঙ্গাভাট্‌কে পাঠালেন, ভাগ্য-গুণে তিনি আপ্‌নিই এখানে উপস্থিত হয়েছেন—

বিদ্যা। (সাগ্রতায়) কোথায়? কোথায়?—(ঈষৎসলজ্জ) না! বলি কোথায় এসেছেন?

হীরে। (সহাস্যে) এই আমাদের এই নগরে আর কোথায়? আমি তাঁকে দেখেই ভাব্‌লেম্—বলি এত দিনে বুঝি নাতিনের বিয়ের ফুল ফুট্‌লো, বিধাতা এত দিনে সদয় হয়ে বুঝি মনের মত সোণার চাঁদ নাত্‌জামাই মিলিয়ে দিলেন, তাই তাঁকে কত বল্যে কয়্যে—সে কি থাকে গা!—কত যত্ন করো আমার বাড়ীতে এনে রেখেছি। তা এম্নি কল্লির বিচার "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর"। অবাক্ আর কি!

বিদ্যা। তা তিনি ছদ্মবেশে কেন?

হীরে। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা তো সকলেই জানে, তা প্রকাশ্য ভাবে এসে বিচারে হাল্লে বড় লজ্জা প্রেতে হবে তাই বুঝি আগে ছদ্মবেশে এসেছেন।

বিদ্যা। ভাল আই, বল দেখি তিনি কেমন?

হীরে। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তিনি কেমন?

(রাগিণী খাম্বাজ,—তাল একতালা।)

কব কি আর রূপের তুলনা।
বিনোদিনী ধনি ও কথা তুলোনা॥
সে যে রূপবান্, হেরি সে বয়ান্,
লাগে ফুলবাণ, জ্ঞান্ থাকে না।
হেরিয়ে সুবর্ণ সুবর্ণ লুকায়,
হরিতাল যত হারিয়ে পলায়,
হরিদ্রা চম্পক আছয়ে কোথায়,
এ সব হেরিতে মন্ চাহে না॥
নয়নের শোভা হেরে শতদল্,
লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজ দল্,
জলে করে বাস্, স্থলের নিবাস্,
অভিলাষ করে না।
সুধাকর জিনি বিমল বদন্,
সে রূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন্,
অনঙ্গ হইয়ে করয়ে রোদন্,
তনু প্রকাশিতে তাই পারে না॥

...র রূপ আর বল্‌বো কি তাই?

বিদ্যা। আই, তবে তাঁকে একবার দেখবার কি হবে বল্ দেখি?

হীরে। ওমা সে কি? "গাচে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি," তাও কি হয়। আগে রাজারাণীকে বল, তাঁরা দেখুন্ শুনুন্, পরে সে কথা।

বিদ্যা। না আই, তা হবে না, আগে আমাকে দেখাতে হবে।

হীরে। কেমন কর্য্যে দেখাব ভাই?—এই রাজপুরী, চারিদিগে চৌকী পাহারা এমন্, যে মাছিটি এড়াতে পারে না, এতে তাঁকে এনে কেমন করে দেখাই বল? আর লোকেই বা তা হল্যে বল্‌বে কি?

বিদ্যা। তা বল্লে কি হয়? যেমন্ কর্য্যে হোক্ আমাকে একবার দেখাতেই হবে। তুই এমন চতুর, এর কি আর একটা উপায় কত্তে পারিস্ নে?—আর জানিস্ তো আমার মনের মত কর্ম্ম কত্তে পার্‌লে তোরও শ্রম বিফলে যাবে না।

হীরে। হাঁ, তা তো বুঝি, কিন্তু কি যে উপায় করবো তাই ভাবছি। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) হাঁ,

কটা উপায় আছে। আমি তাঁকে এনে ঐ
থতলায় দাঁড় করাবো তুমি ছাতের উপর থেকে
দেখো ; তা হলেই তো হয় ?

বিদ্যা। হাঁ, তা হলেই হয়, কিন্তু সে কবে ?—
আজ্ সন্ধ্যের সময়—না কাল্ ?—কি বলিস্ ?

হীরে। ভালো—তবে কালই তাঁকে আন্বো।
(সহাস্যে) কিন্তু ভাই আগে আমি বলে থাকাস্,
তাকে একবার দেখ্লে আর ভুল্তে পার্বে না।

বিদ্যা। আর ভাই, ভুলতে পরবো না।

(রাগিণী বারোঁয়া,—তাল খেমটা।)

কায় কব দুখের কথা, মনের ব্যথা মনই জানে।
অবলা কুলের বালা, কত জ্বালা সয় গো প্রাণে॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি;
অন্তরে গুমুরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি বাস রোদনে।
যৌবনের দুঃখ ভার,
সহিতে না পারি আর,
না জানি বা বিধাতার, কত আর আছে মনে।

হীরে। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) কেন গা ? এত ভাবনাই কিসের জন্যে ?—

(রাগিণী খাম্বাজ,—তাল মধ্য।)

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যেথা পাব মিলাইব নাগর মনোমতন ॥
বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ,
ধরি গগনের চাঁদ,
কি ছার নাগর ধনে, ভুলান রমণী মন।
ত্বরিতে মিলাব আনি,
সে নাগর গুণমণি,
তবে সে জানিবে ধনি, হীরে মালিনী কেমন ॥

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

বিদ্যা। এই বেলা দেখি—গে দেখি, ছাত্ থেকে রথতলাটা ভাল দেখা [illegible] কি না।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

—

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

বিদ্যার মন্দির।

(বিদ্যা সহাসীনা চপলা চামর ব্যজন করিতেছে, সুলোচনা তাম্বূলপাত্র সম্মুখে উপবিষ্টা।)

সুলো। (তাম্বূল প্রস্তুত করিতে করিতে) রাজনন্দিনি, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যদি বল।

বিদ্যা। কেন সখি, বল্‌বো না কেন?—তোমাদের কাছে কি আমার কোন কথা গোপন আছে? তা সখি কি বল্‌বে বল না।

সুলো। না, আর কিছু নয়, বলি কদিন অবধি তুমি এমন হয়েছ কেন? ভাল করে খাও না, ভাল করে কথা কও না—সর্ব্বদাই যেন আনমনে থাক, আর দিন দিন শরীরও শুকিয়ে যাচ্চে—মুখখানি মলিন হচ্চে—এর কারণ কি?

(বিদ্যা লজ্জায় অধোবদন হইয়া নিরুত্তর রহিলেন)।

সুলো। (বিদ্যাকে তাম্বুল দিয়া) আমি তখনি বলেছিলেম্ তো তুমি বল্‌ব্যে না।

বিদ্যা। না সখি বল্‌বো না কেন? তা তুমি যে একবারে নেকা হলে। এর কারণ তুমি কি কিছু জান না?

সুলো। কৈ জানি? জান্‌লে কি আর জিজ্ঞাসা করি?

বিদ্যা। কেন? হীরে যে সে দিন মালা এনে দিয়েছিল তা কি তুমি দেখ নি —

সুলো। হাঁ, তা দেখেছি, তাতে কি?

বিদ্যা। আর রথ্‌তলায় যাঁকে দেখিয়ে ছিল তাও তো জান?

সুলো। হাঁ, তাও জানি।

বিদ্যা। তবে আর না জানই কি?

সুলো। তা তার জন্যে এত ভাবনাই বা কেন? একবার রাণীর কাছে বল্লেই তো হয়। বরঞ্চ তুমি না পার, আমরা নৈলে বলি।

চপ। তার জন্যে ভাবনা কি? বল যদি তবে আমি না হয় এখনি তাঁর কাছে যাই। (গমনে উদ্যতা)।

বিদ্যা। (সচকিত হইয়া) না না না না! এমন্ কর্ম্মও করে! তা হলে সব নষ্ট হবে।

চপ। কেন! তায় দোষ কি?

সুলো। আর তা না হলেই বা হবে কেমন্ করে ভাই?

বিদ্যা। সখি, আমার পোড়া এক প্রতিজ্ঞাতেই সর্ব্বনাশ হলো!

চপ। কেন?

বিদ্যা। এখন মায়ের কাছে বল্লেই বিচারের কথা উঠ্‌বে। কিন্তু বিচারে হার্‌লেই তো আমার পক্ষে জিত আর হারালে সেই সঙ্গে প্রাণ্‌টাই হারাণ সার হবে। তা যা হোক্, ইনি যে গুণসিন্ধু রাজার পুত্র এ কথাই বা কে বিশ্বাস কোর্‌বে? তাতে তাঁর সঙ্গে কি বিবাহ সম্ভব হয়? সুতরাং এ আশা আমার যে দুরাশা তাও আমি জান্‌ছি, কিন্তু যে দিন তাঁকে দেখেছি সেই দিন অবধি

আমাতে আর আমি নেই। সে ভুবনমোহ
রূপ দেখে কুলে শীলে একেবারে জলাঞ্জলি দি
বসেছি। তাঁর জন্যে মন যে করে তা আর বোল্‌বে
কাকে? সখি, তোমরাও তো রমণী, আমা
মনের ভাব কি আর তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

সুলো। হাঁ, তা তো সব্‌ বুঝিছি, তা বুঝে
বা করি কি বল? উপায় তো কিছু দেখি নে
তোমার সুখেই ভাই আমাদের সুখ, তা যদি এর
কোন পথ থাকুতো তা হলেও বা যত্ন করে
দেখ্‌তেম্‌, কিন্তু লুকিয়ে তো আর এ ঘটনা হবার
নয়।

চপ। ওমা! সে কি কথা? তাও কি হয়?
রাজার প্রতাপে পৃথিবী কেঁপে যায়, দুওরে দুওরে
যমদূতের মত দরোয়ান, পাখীটি যায় এড়াতে
পায় না,——

বিদ্যা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)
সখি, সেই ভাবনাতেই তো সারা হলেম্‌!—তাই
হীরেকেও সে দিন বল্লেম, বলি আমিতো কোন
উপায় দেখিনে, কিন্তু তিনি কেমন সুজন চতুর

[সখীদিগের আতঙ্ক, বিদ্যা সচকিতে দেখিয়া অধোবদন।]

চপ। একি লো! একি লো!

সুলো। ওমা তাইতো লো! এ আবার কে পুরুষ মানুষ যে লো!

চপ। ওমা তাই তো! আমি সকল্‌কে ডাকি!—চোর টোর হবে না কি! অ্যাঁ—

বিদ্যা। (ইঙ্গিত দ্বারা নিষেধ করিয়া জনান্তিকে) না না সখি, এ সে চোর নয়, বোধ করি ইনি আমার সেই মনচোরাই বুঝি হবেন, তা তোমরা ওঁকে জিজ্ঞাসাই কর না কেন?

চপ। তবে ভাল!—আমার বুকটো এখনো ধড়্ ধড়্ কচ্চে। (সুলোচনার প্রতি) সুলোচনা তুমি ভাই জিজ্ঞেস্ কর, আমিতো পার্‌বো না।

সুলো। (সুন্দরের প্রতি) হটাৎ তুমি কে এখানে এসে উপস্থিত হলে? যথার্থ বল, আমরা মেয়ে মানুষ ভয় পেয়েছি। দেবতা, কি দানব, কি মানুষ, তা আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সুন্দর। (ঈষৎ হাসিয়া) না সখি, ভয়ের
ন কারণ নেই। আমি দেবতাও নই, দানবও
—আমি সামান্য মানুষ্; কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু
রাজের পুত্র—আমার নাম সুন্দর। ভাটের
র তোমাদের রাজকন্যের বিচারের কথা শুনে
নে এসেছি; তা সে বিচারের কথা দূরে থাকুক্,
মাদের সভায় প্রথমেই তো অবিচার দেখ্‌ছি।
চপ। (বি[illegible]র প্রতি জনান্তিকে) তবে সেই
নিই তো বটেন।
সুলো। কেন, আপ্‌নি অবিচার কি দেখ্‌লেন?
সুন্দর। অবিচার আর নয় কেমন্ কোরে?
ন অভ্যাগত ব্যক্তি এখানে এলে তার আহ্বানও
, আর বস্‌তে বলাও নেই। (বিদ্যার ইঙ্গিতে
লা আসন দিল, সুন্দরের উপবেশন, বিদ্যা
জ্জ, বসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন।)
সুন্দর। (সুলোচনার প্রতি) যা হোক্ সখি,
দ্যাবতীর অদ্ভুত গুণের প্রশংসা শুনেছিলেম্
ন্তু এখানে এসে তা হতেও আশ্চর্য্য গুণ চক্ষে
খতে পেলেম্।

সুলো। আশ্চর্য্য গুণ আপ্‌নি কি দেখ্‌লেন আবার?

সুন্দর। ফাঁদ পেতে চাঁদ ধোরে রাখা—মেঘেতে বিদ্যুতের আভা গোপন করা—আর বসন দিয়ে পদ্মের গন্ধ ঢাকা—এ সকল তোমাদের রাজকন্যেই কেবল কত্ত্যে পারেন।

সুলো। (হাস্য করিয়া) সে কি মশায়? এও কি কখন সম্ভব হয়?

সুন্দর। সম্ভব না হলে কি তোমাদের রাজকন্যে আপ্‌নার অপূর্ব্ব রূপের ছটা অঞ্চলে ঢাক্‌তে চাইতেন?

সুলো। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আপ্‌নি সুরসিক পণ্ডিত, আপনার কথার উত্তর আমি আর কি দেবো?

"আমি যদি কথা কোই একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হিরেধার॥"

তা কি বোল্‌বো, আমাদের সখীর আজ্ লজ্জায় বেধেছে, নৈলে এ কথার ভাল উত্তরই আপ্‌নি পেতেন।

সুন্দর। (হাস্য মুখে) তবেই তো তোমা-দের রাজকন্যে আজ্ আমার কাছে হার্লেন।

সুলো। কেন, হার্লেন কিসে?

সুন্দর। হার্লেন বৈ আর কি? আমাকে দেখে যে লজ্জা হয়েছে, সে লজ্জার কাছেই যখন হেরে নিরুত্তর হলেন্ তখন আর আমার সঙ্গে বিচার কোর্বেন কি?

সুলো। (হাসিয়া) হাঁ, এ কথা আপ্নি বল্তে পারেন বটে।

বিদ্যা। (সখীপ্রতি) আলো সুলোচনা! তোরা কি কথা কৈতে জানিস্নে লা? বল্লা আমাদের বিদ্যাবতী বিদ্যার বিচারেই পণ করে-ছেন—চোর-বিদ্যার বিচারে তো পণ করেন্ নি, তা হলে যে সিঁদ্ দিয়ে ঘরে আসে তার কথার উত্তর দিতেন।

সুন্দর। (হাসিয়া) হাঁ, এদেশের এম্নি বিচারই বটে, উল্টে আমিই চোর হলেম্। ভাল, তোম-রাই বিবেচনা কোরে দেখ দেখি, আমি বিদেশী লোক, অপরাধের মধ্যে সে দিন রথতলায় এক-

বার দাড়িয়ে ছিলেম, তা কটাক্ষেতে আমার মন প্রাণ যে হরণ কল্লে সে চোর হলো না, আমিই চোর হলেম; এও মন্দ নয়।

বিদ্যা। আলো সখি, কথা কৈতে যে হাসি পায়। উনি চোর নন, উনি সাধু। সাধু না হলে কি আর সিঁদ দিয়ে ঘরে ঢুকতেন? সাধুদেরইতো এই কর্ম্ম। তা তোরা দেখ্ লো নতুন্ দেশথেকে এক নতুন সাধু এসেছেন।

সুন্দর। (ঈষৎ হাস্যমুখে) সে কথা বড় মিথ্যা নয়; সখি, তোমরাই বিবেচনা কর আমার কেমন উদার স্বভাব। আপনার অপহৃত ধনের অনুসন্ধানে এসেছিলেম, তা চোরের দেখা পেয়েও সে ধন ফিরে নেয়া দূরে থাকুক্, চোরের গুণে এম্নি মোহিত হয়েছি যে, অবশিষ্ট দেহটা যে আছে তা সুদ্ধ যদি সে নেয় তা হলে চরিতার্থ হই।

বিদ্যা। (অনুচ্চস্বরে সহসা) দিলেই নেয়।

সুন্দর। (প্রফুল্ল মুখে) সখি, তোমরা সাক্ষী রৈলে, রাজকন্যে আমার মন প্রাণ চুরি করা তবে

স্বীকার কল্লেন, আর আমার দেহ সুদ্ধ নিতে সম্মত হলেন। (বিদ্যার প্রতি) তা প্রিয়ে, এই তো আমি উপস্থিত হয়েছি, এখন্ তবে আমাকে আপনার করে নেও। (হাস্যমুখে কিঞ্চিৎ হস্ত প্রসারণ্।)

বিদ্যা। (সলজ্জায় অপ্রতিভ ভাবে) না, না, আমি তা তো বলিনি!

সুলো। (হাস্যমুখে বিদ্যার প্রতি) এখন্ সখি আর ও কথা বল্লে হয় না। যথার্থ কথা বল্তে কি, আজকের বিচারে কিন্তু তোমার হার।

চপলা। এ বিচার আর সে বিচার এতে কি আছে ভাই? আমাদের এ প্রতিজ্ঞার বিচারে রসালাপে যে জয় কত্তে পারে সেই যথার্থ জয়ী; নৈলে কেবল টোলের "ঘট পটের" বিচারে এমন্ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ করা সে তো মূলেই অবিচার।

সুলো। (হাস্যমুখে বিদ্যার প্রতি) রাজনন্দিনি, আর তবে বিলম্বে প্রয়োজন কি? "পেটে খিদে মুখে লাজ" আর কেন, রাজপুত্রে আপ-

নাকে সমর্পণ করার ছলে বুঝি পাণিগ্রহণ অভি-লাষেই হস্ত প্রসারণ্ করো রয়েছেন, তা উনিই তোমার হউন্ বা তুমিই ওর হও, ফলে আমরা জেনেছি যে আজ্ অবধি তোমরা দুয়েই এক। তবে এখন্ আপনার কর-কমলের সঙ্গে হৃদয়-কমল ওকে সমর্পণ কর। শুভকর্ম্মে আর বিলম্বে কাজ কি?

সুন্দর। (প্রফুল্লভাবে ক্রমে স্বকরে বিদ্যার কর গ্রহণ করিয়া) এমন দিন কি আমার হবে?

সুলো। আর তার অপেক্ষাই বা কি? তবে কি না আমাদের সরল [illegible]বালা অতি অমূল্যধন প্রথম পরিচয়েই বিশ্বাস করো আপনার হস্তে সমর্পণ কল্লেন, তা আপনি সুরসিক পণ্ডিত, সে ধনে উপযুক্ত যত্ন কত্তে আমরা আর আপনাকে কি অনুরোধ করবো? (মাল্যদ্বারা উভয়ের কর বন্ধন করিয়া) এখন আমরা এই প্রার্থনা করি যে এম্নি সুকুমার কুসুম-ডোরের মত প্রণয়-রজ্জুর বন্ধনে উভয়ে চিরকাল আবদ্ধ থাকুন।

সুন্দর। সখি, আমি মুক্তকণ্ঠে "স্বস্তি" উচ্চা-রণ কচ্চি।

চপ। রাজনন্দিনী তো এতে কথা কবেন না, তা ওর প্রতিনিধি হয়ে আমিও একান্ত মনে বল্‌চি যে তাই হোক্।

সুলো। এমন নব-বধুর প্রতিনিধি হতে অনেকেরি সাধ।

চপ। দুর! আমি কি তাই বল্‌চি ?

সুলো। সে যা হোক্, ঠাকুর্‌জামা ; আর্ তো স্বতন্ত্র আসনে বসাটা উচিত হয় না, এখন দুজনে একবার একত্রে বোসো, আমাদেরও দেখে চক্ষু সার্থক হোক্।

সুন্দর। (হাস্য করিয়া) হা সখি, কর্ত্তব্য বটে। (বিদ্যার নিকটে উপবেশন, বিদ্যার কটাক্ষে দৃষ্টি)।

সুলো। (হাস্যমুখে) হাঁ সখি, শুভদৃষ্টি তো হলো, তবে গান্ধর্ব্ববিবাহের নিয়মটা বাকি থাকে কেন ? ভাল—যেন আমাদেরি অনুরোধে হচ্চে তার লজ্জা কি ? উভয়ে মাল্য বদল্‌টা কর, আমরাও আনন্দে একবার দেখি। (সুন্দরের যত্নে উভয়ের মাল্যবদল—সখীগণের হুলুধ্বনি।)

বিদ্যা। (আত্মগত) বিধাতা কি সত্যিই এত দিনে এই হতভাগীর দিকে চাইলেন!—না আমি স্বপন্ দেখ্‌ছি?

চপ। আজ্ আমাদেরও নয়ন সফল হোলো।

সুলো। (করতালি সহকারে)

(রাগিণী সাহানা,—তাল যৎ।)

আজ কি আনন্দ সখি, সব দুখ মিটিলো।
কামিনীর মত কান্ত, এত দিনে মিলিলো॥
হেরি রূপ দুজনার, গুণ মানি বিধাতার,
উভয়েরি তরে বুঝি, উভয়েরে গড়িলো।
দেখি শোভা রতিপতি, হইয়ে মোহিত অতি,
রতিসহ এ অবধি, দাস হয়ে রহিলো॥

সুন্দর। আহাহা! অতি মধুর সংগীত, সখি যদি তোমার বিশেষ কষ্ট না হয়, তা হলে আর একটি গান কত্তে অনুরোধ করি।

সুলো। সে কি ঠাকুর-জামাই! এ ত আবার কষ্ট! এ বরঞ্চ আমাদের শ্লাঘা। বিশেষ ঠাকুর-জামায়ের প্রথম অনুমতি এ আমাদের শিরো-

ধার্য্য। তবে কি না, আমি এমন কি গান জানি যে আপনাকে তুষ্ট কর্‌বো।

চপ। সখি, আমাদের রাজনন্দিনী সে দিন যে গানটি রচনা করেছেন তবে সেইটিই কেন গাও না! এমন সময় আর কবে পাবে? আর আমি বোধ করি তা শুনে ঠাকুর-জামাইও অবশ্য সন্তুষ্ট হবেন। (বিদ্যার নয়ন দ্বারা তাড়ন।)

সুলো। হাঁ ভাই, ভাল বলেছ। (বিদ্যার প্রতি) কেন সখি, তায় দোষ কি? আমি সেই গানটিই গাই।—চপলা বাঁয়াটা নে তো।—

(রাগিণী ঝিঁঝোটী ঝুংলা—তাল জলদ্ তেতালা।)

প্রণয় পরম নিধি, বিধি না সৃজিত।
অসার সংসারে তবে, কি সুখ থাকিত॥
সুজন সুজন মনে, পরস্পর সম্মিলনে,
সুরপুর সুখ হয়, ভবে অনুভূত॥
রমণীর হৃদয়ধন, মন তাহে সমর্পণ,
জীবন মরণ তার, সব প্রেম-গত॥

সুন্দর। সাধু! সাধু! আমার কর্ণকুহরে অমৃত

বর্ষণ হোলো। সখি "সুরপুর সুখ" আজ আমার যথার্থই অনুভব হচ্চে।

স্থলো। (হাস্যমুখে) ঠাকুর-জামাই, সে কি আমাদের গানে?—যা হোক্, এখন রাত্তিরটা অধিক হলো, নববধুর বাসরের আর বিলম্ব উচিত হয় না।

সুন্দর। হাঁ সখি, এই যাচ্চি। তা তোমরা আমার সন্তোষের চিহ্ন এই দুইটি অঙ্গুরী গ্রহণ কর, আর অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুলীতে সর্ব্বদা রেখো এই আমার অনুরোধ।

স্থলো। (গ্রহণ করিয়া) রাজকুমার, এ অঙ্গুরী সহজে বহুমূল্য, তাতে আবার আপনার সন্তোষের চিহ্ন বোলে এ আমাদের কাছে অমূল্য হোলো; অতএব অতি যত্নে জীবনাবধি আমরা এ ধারণ কর্‌বো।

চপ। আপনার প্রসাদী বস্তু অতি সামান্য হলেও আমাদের শিরোধার্য্য।

স্থলো। তবে আসুন, আমরা বাসর-সজ্জা করে দিই গে।

সুন্দর। হাঁ সখি, তা তোমরা আগে চল।

সুলো। (উঠিয়া) এই যে, আসুন না, এই দিক্ দিয়ে আসুন্। (সুলোচনার ও চপলার অগ্রে গমন ও হুলুধ্বনি; পশ্চাতে বিদ্যার কর ধরিয়া সুন্দরের গমন।)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বিদ্যার মন্দির।

(বিদ্যা এবং মালিনী সহাসীনা।)

বিদ্যা। তা যা হোক্, তাঁকে আন্‌বার কি কল্লে বলো দেখি? আইয়ের আমার মুখেই সব্।—কথায় স্বর্গের চাঁদ হাতে এনে দেয়, কিন্তু কাজে কিছুই দেখি নে।

হীরে। কেন ভাই, আমার দোষ কি? আমি তো প্রথমেই বলেছি এ কর্ম্ম লুকিয়ে হবার নয়। এদিকে রাণীকে জানাতে চাইলে মানা করো, আবার দোয়টি দেবার বেলা আগে! সে দিন

বল্লে যে তাঁকে গিয়ে বলো তিনিই এর উপায় কোর্‌বেন, তা তাঁকেও সে দিন বোলেছিলেম, তায় তিনি উত্তর কল্লেন যে “মাসি! এ বিদেশ বিভুঁই, এখান্‌কার পথ্ ঘাট্‌ই আমি ভাল চিনি নে, এতে রাজার বাড়ির-ভিতরে যাওয়া বড় সামান্য কথা নয়। তা তোমরাই যেখানে কোন উপায় কত্তে পাল্লে না সেখানে আমি আর কি কোর্‌বো বলো? তবে এখন বুঝ্‌লেম্ যে মানুষের ভর্‌সা করা বৃথা, দৈব সহায় ব্যতীত কোন কর্ম্মই সফল হয় না; তা মাসি, তোমার এই ঘরে এক্‌টা হোম্‌কুণ্ড কেটে আমি কোন দৈবকর্ম্ম কোর্‌বো, তুমি রাত্তিরে ও ঘরে যেও না, আর আমাকেও ডেকোডুকো না।”—তাঁর কথা তো এই। এখন দেখা যাক্, তাঁর দৈবে কতদূর হয়ে ওঠে। সে যা হোক্; আর এক্‌টা কথা শুন্তে পাচ্চি, কেঁদে বল্‌তে পোড়া মুখে হাসি বৈ আসে না।

বিদ্যা। আবার নতুন্ কথা শুন্‌লে কি?

হীরে। কে নাকি এক্‌টা বড় পণ্ডিত সন্ন্যাসী রাজসভায় এসেছে?

বিদ্যা। হ্যাঁ, তার কি?

হীরে। শুন্তে পাচ্চি সে না কি সভাসুদ্ধ সকলকে হারিয়েছে এখন্ তোমার সঙ্গে বিচার কোর্‌বে বোলে রাজার কাছে যাওয়া আসা কচ্চে?

বিদ্যা। মরণ্ আর কি!—তার সঙ্গে আমি বিচার কোর্‌বো কেন?

হীরে। তুমি তো বল্লে 'বিচার কোর্‌বো কেন?' কিন্তু সন্ন্যাসী ছাড়ে কৈ? পণ কল্লে কি এত বাছাবাছি চলে? পণে সন্ন্যাসীও যেমন রাজপুত্রও তেমন।

বিদ্যা। তা বোলেই যার তার সঙ্গে বিচার কোরে বেড়াবো না কি?

হীরে। না কল্লেই বা চলে কৈ? এমন সোণার-চাঁদ বর এনে দিলেম্, কি বুঝে যে রাণীকে জানালে না বোল্‌তে পারি নে; তার সঙ্গে ঘটনা হলো না, এখন তেম্নি একটি দিব্বি সন্ন্যাসী-বর মিলে গেছে। দাড়ি তার তোমার বেণী হতেও নাকি বড়, সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা, মাথায় কটা-জটা।

ভার, ভাঙ সিদ্ধিতে চোক্ দুটি ঢুলু ঢুলু। (হাস্য করিয়া) আঃ, মরে যাই! তেমন্ রূপ কি আর হবে?—

(রাগিণী খাম্বাজ,—তাল খেম্টা।)

নাগর মনের মত মিলিলো ভালো।
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো॥
কমল মধুকণা, অলি পেলে না,
ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকেরি হোলো॥

এমন রসিক সন্ন্যাসী নাগর পেলে, আর চাও কি ভাই?

বিদ্যা। সন্ন্যাসীর মুখে আগুন্. আর তোমারো কপালে আগুন্।

হীরে। সন্ন্যাসীর মুখে আগুন্ আর নয়, তবে আমাদের কপালে আগুন্ বটে, নৈলে এমন স ন্ন্যাসী বালাই এসে জুট্‌বে কেন? যা হোক্, আমার আর একটা ভাব্না হচ্চে,—সে ভালমানষের ছেলেকে এত আশা ভরসা দিয়ে রাখ্‌লেম্, এখন্ তাকে বলি কি? তুমিতো শিবের সেবায় নিযুক্ত

হবে, কিন্তু তার দশা হয় কি?—হবেই বা আর —তুমি থাক সন্ন্যাসী নিয়ে, আর সে সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা নিয়ে চোলে যাক্।

বিদ্যা। বালাই!—শত্তুরের অমন্ দশা ঘটুক্। তিনিই তো আমার পতি। তাঁকে যে দিন দেখেছি সেই দিন তাঁকে জীবন যৌবন দিয়ে মনে মনে বরণ করেছি। এখন আমার আর পণেই বা কাজ কি আর বিচারেই বা কাজ কি।

হীরে। এ তো মনে মনে কালনিমের লঙ্কাভাগ কল্লে হবে না—কাজে কুলোয় কৈ? রাজা একথা শুন্‌বেন কেন? আর তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিয়ে দিলে তুমিই বা তখন কোর্‌বে কি? আর সেই বা তখন থাকবে কোথায়?

বিদ্যা। (ঈষৎ হাসিয়া) হাঁ, তুমিত তাই মনে ভেবে আনন্দে রয়েছো, নৈলে আমি কত কোরে বল্লেম—বলি আই, তাঁকে একবার আমার কাছে এনে দাও, তা তুমি তাঁকে ছাড়তে পার কৈ?—ঐ যে বোলে থাকে যে 'নাপাজ্জিমানে নাত্‌জামাই—,—কি' তা তোমার দেখ্‌ছি তাই

হয়ে উঠেছে। অবাক্ করেছে মা! এই বয়েসে এই, আর না জানি সে বয়েসে কি ছিলে।

হীরে। হাঁ, যেখানে যা হোক্, দোষ্টা শেষে হীরের ঘাড়েই তো আছে, এখন এই বোল্‌বে বই আর কি?—যা বল ভাই, ঠাট্টাই করো, আর যা করো, যথার্থই বড় মনে মনে দুঃখটা হচ্চে! ভাবি, বলি—

"যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

এ দুঃখ কি প্রাণে সয়! শুনে অমনি বুক ফেটে যায়!—যা হোক্ ভাই, যেমন শুন্‌লেম তেমনি বল্লেম; এখন যাতে ভাল হয় তা করো।

বিদ্যা। হা ভাই বটে. "ঢাকি ঢাক বাজিয়ে খালাস, ঘাট বসুক আর না বসুক তার বয়ে গেল কি?"

(চপলার প্রবেশ।)

চপ। রাজনন্দিনি, পূজোর সকল আয়োজন হয়েছে।

বিদ্যা। চল সখি, আমি যাচ্ছি।

[চপলার প্রস্থান।

হীরে। আমিও তবে আজ্ আসি, একবার তাঁকে যেয়ে এ কথাটা বলি, তিনিই বা কি বলেন শুনি গে।

বিদ্যা। আচ্ছা, আবার যেন কাল্ দেখা হয়।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় প্রস্তাব।

[বিদ্যার মন্দির।]

(বিদ্যা একাকিনী উপবিষ্টা, সুন্দরের প্রবেশ।)

বিদ্যা। (হাস্য করিয়া) একি ভাগ্যি! আজ্ যে বড় সকাল সকাল?

সুন্দর। (নিকটে বসিয়া) তোমার কাছে আস্তে আমার অকাল কখন? সকলি স্বকাল।

বিদ্যা। হাঁ, যা বল্‌চ্যো সত্যি, কিন্তু নাথ, এই ভাবটী চিরকাল থাক্‌লে হয়।

সুন্দর। ও কথা বরঞ্চ আমিই বল্‌তে পারি।

বিদ্যা। কেন, কিসে?

সুন্দর। কিসে?—যেখানে 'থাক' বল্লে আছি আর 'যাও' বল্লে নেই, সেখানে ও কথা আমারিতো বলা সাজে।

বিদ্যা। আ—হা!—এত রঙ্গোও শিখেছো! এমন পড়া বল দেখি কার কাছে পোড়েছো? (তাম্বুল-পাত্র প্রদান) ন্যাও, একবার পানের বাটাটা ছুঁয়ে শুদ্ধ করো।

সুন্দর। (ঈষৎ হাসিয়া) শুদ্ধ করো বল্যে যে সর্ব্বসুদ্ধই দিলে?

বিদ্যা। (ঈষৎ হাসিয়া) সর্ব্বসুদ্ধ অনেক কাল্ তো দিয়ে রেখেছি, আজ্ নতুন কি দেখ্‌লে?—তা যা হোক্, ভাল কথা মনে পোড়্‌লো, আজ্ সকালে মালিনী এসেছিল তা জান?

সুন্দর। হাঁ, সে তো প্রায় প্রত্যহই এসে থাকে। তা কি টের্ টোর্ পেয়েছে না কি?

বিদ্যা। তাও কি হতে পারে?—আমি তো আর ক্ষেপি নি!—সে মাগী একে দারুণ ভীতু,

টের পেলে যদি মায়ের কাছে গিয়ে বোলে দেয়—তা হলেই তো সর্ব্বনাশ।

সুন্দর। সেইটে বিলক্ষণ সতর্ক থাকা উচিত।

বিদ্যা। না, তার জন্যে কিছু ভাব্না নেই। তবে আর একটা কথা শুন্লেম্ তাইতে কিছু চিন্তিত হয়েছি।

সুন্দর। (সচকিতে) আবার কি শুন্লে?

বিদ্যা। কে এক জন বড় পণ্ডিত সন্ন্যাসী রাজ্-সভায় এসেছে,—সে নাকি আমার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে চায়।

সুন্দর। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! বলো কি! তা হলেই তো বিষম বিভ্রাট; সে সন্ন্যাসীটেকে যে আমি জানি; আমি যখন বর্দ্ধমানে আসি তখন পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তা সেটা মহা পণ্ডিত, তার কাছে বিচারে পেরে ওঠা ভার।

বিদ্যা। সে কি! তবে কি হবে বলো দেখি?

সুন্দর। আর হবে কি?—এইবার দেখ্চি, চোরের ধন বাটপাড়ে নেয়।

বিদ্যা। (সগর্ব্বে) ঈশ্! আমি তার সঙ্গে বিচার কর্ব্বো সিন্।

সুন্দর। রাজা যদি বিচার কত্তে বলেন, তখন কি কোর্‌বে ?

বিদ্যা। (সচিন্তিতা) হাঁ, তাও বটে।—সেও তো এক বিষম সমিস্‌সে। যথার্থ বল্‌তে কি ভাই, আমি কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে।

সুন্দর। তোমার ভাব্‌না কি বল ?—তুমিতো পুরণ ফেলে নতুন পাবে, যে ক্ষেতি সে আমারি বৈ ত নয়।

বিদ্যা। (বিরক্ত হইয়া) যাও, মিছে রঙ্গ কোরো না, পুরণ ফেলে নতুন পাব—কি আমার নতুন রে। পুরুষের মতো আমাদের প্রতিদিন নতুনে প্রবিত্তি নেই:—

"পুরাতন ফেলাইয়ে নতুনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ?"

সুন্দর। (হাসিয়া) অমন কথা বোলোনা। নারীর কাছে কি পুরুষ ?

বিদ্যা। আমরা কিছু নিত্যি নতুন দেখতেও পাই নে—তার কথাও নেই; যারা নিত্যি নতুন দেখে তারাই নতুনের ব্যাবসাটা ভাল বোঝে!

সুন্দর। যা হোক, এত দিন রাজসুখ ভোগ কল্লে এখন দিন কত আবার সন্ন্যাসিনী হয়ে দেখ।

বিদ্যা। তা, যাকে না দেখ্‌লে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় তাঁর কাছ্ ছাড়া হত্যে হলে সন্ন্যাসীকে বিয়ে না কোরে এম্নিই আমাকে সন্ন্যাসিনী হতে হবে, তার আর সন্দেহ কি? হে ভগবান্, আমার কপালে কি কল্লে! (দীর্ঘনিশ্বাস ও অতি বিমর্ষ ভাব)।

সুন্দর। (হাসিয়া) আর যদি আমিই সেই সন্ন্যাসী হই?

বিদ্যা। সে আবার কি?

সুন্দর। না বলি, কথার কথা বোল্‌চি; যদি আমিই সেই সন্ন্যাসী হই তা হলে কি হয়?

বিদ্যা। তা হলে আমিতো সন্ন্যাসিনী আছিই,—তার আর ভাবনা কি, তা ভাই মিছে পরিহাস

ছাড়ো; যদি সত্যি তুমি এর কিছু জানো, আমার মাথা খাও, আমাকে পষ্ট করে বলো। একথা শুনে অবধি আমার এম্নি ভাব্না হয়েছে তার আর কি বোল্‌বো! তোমার সাক্ষাতে বোল্‌চি ভাই কাল্ রাত্তিরে একবারো চক্ষু মুদি নি।

সুন্দর। (হাসিয়া) এতই যদি তোমার উদ্বেগ হয়ে থাকে তবে আর তোমাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখো ভাই, একথা কাকেও বলো না, তোমার সখীরেও যেন টের না পায়;—সে দিন আমিই রাজসভাটা দেখ্‌বার জন্যে সন্ন্যাসীর বেশে গিয়েছিলেম। আর ভাব্‌লেম যে একবার বিচারের কথাটা পাড়ি, দেখি শেষে কিরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যা। এমন!—তুমি যে কত ঠাট্‌ই জান। পুরুষ হয়ে তোমার এই, আর মেয়ে হলে না জানি কি কত্তে।—তার পরে শেষে কি হলো?

সুন্দর। তার পরে যা হয়েছে তা তো শুনেইছো; রাজা এখনো কিছুই স্থির কোত্তে পারেন্ নি।

বিদ্যা। আঃ বাচ্‌লেম! আমার বুকেথেকে যেন একটা বোঝা নেবে গেল। এ কথা শুনে অবধি আমি আর এক তিল স্বচ্ছন্দ ছিলেম্ না, কাল্ হীরের কাছে তো হেসে উড়িয়ে দিলেম বটে; কিন্তু মনে যা হচ্ছিলো তা আমিই জানি। তোমার কাছেও কদিন বোল্‌বো বোল্‌বো কচ্ছি কিন্তু বল্‌তে আর মন সরে নি, ভাবলেম্ কেমন কোরেইবা একথা বলি।

(সুলোচনার প্রবেশ।)

সুলো। রাজনন্দিনি! রাত্তিরটা ঢের হোলো, অধিক জাগরণ কোল্লে পাছে কোন অসুখ হয়।

বিদ্যা। না সখি, এই আমরা যাই। (সুলোচনার প্রস্থান এবং বিদ্যা ও সুন্দরের গাত্রোত্থান) কিন্তু দেখ ভাই, তোমার সে বেশটা আমাকে একবার দেখাতে হবে। সে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী হওয়া না জানি কেমন।

সুন্দর। প্রিয়ে, সে প্রেম-সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী হওয়া কেবল তোমাকেই সাজে।

বিদ্যা। নাথ, তুমি আমাকে এম্‌নিই ভাল বাস বটে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

(বর্দ্ধমানের রাজপথ।)

(বিমলা এবং চপলার প্রবেশ।)

বিম। বলি ও সোই! বড় যে তাড়াতাড়িই চোলে যাচ্চো? দেখেও যে একবার দেখ্‌লে না? —রাজার বাড়ী থাক্‌লেই কি এম্নি হোতে হয় গা?

চপ। (সচকিতে) না ভাই, আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি, তাড়াতাড়ি আন্‌মনে অম্নি যাচ্ছিলেম তাই ওদিগে চাই নি; তা ভাই কিছু মোনে টোনে কোরো না।

বিম। না তা নয়, বলি তবে আছো ভাল, তো?

চপ। আর ভাই, ভাল কৈ?—সে দিনের সব কথাতো তোমাকে বলিইছি।

বিম। কোন্ কথা? রাজকন্যের সেই কথা?

চপ। চুপ্‌চুপ্, আস্তে। বড়ঘরের কথা, কাজ্ কি ভাই গোল্‌মালে?—আবার কে কোন্ দিক্ থেকে শুন্তে পাবে, আর বোল্‌বে যে রাজ-বাড়ীর লোকেরা বুঝি এম্নি-কোরে সকল কথাই বোলে বেড়ায়।

বিম। হাঁ—তা সে দিন রাণী সে কথা জান্তে পেরে কি বল্লেন?

চপ। আমাদের দুঃখের কথা কেন আর জিজ্ঞাসা কর? রাণী শুনে বোল্‌বেন আর কি মাথা মুণ্ডু?—রেগে বিদ্যাবতীকে কত্‌কগুলো তেরস্কার কল্লেন, আর আমাদের উপর রাগের তো সীমে নাই, পরে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বোলে তাঁকেও আবার দশকথা শুনিয়ে দিলেন। রাজা তো একেবারে আগুন্ হোয়ে বার্‌বাড়িতে চোলে গেল্লেন, গিয়ে সব কোটালদের ডাকিয়ে কত ধুম্, কত শাসন কল্লেন তার আর বোল্‌বো কি?

বিম। তার পরে কি হলো?

চপ। তার পরে কোটালেরা আমাদের মহলে ভারি আঁটাআঁটি কোরে চৌকী পহরা বসিয়ে দিলে, আমরা বিদ্যাবতীকে নিয়ে স্বতন্ত্র মহলে রৈলেম; আর বাড়ীর সকলের বেরুতে মানা হোয়ে গেল। কোটালেদের মধ্যে জন কত মেয়ে মানুষের বেশ কোরে—মরণ আর কি!—তাঁর শোবার ঘরে রাত্তিরে বোসে থাকলো। এদিকে যাঁর জন্যে এই তুল ব্যাপার উপস্থিত, তিনি এর কিছুই জান্তে পাল্লেন্ না, রাজকন্যে তো সেই ভাবনা-তেই কেঁদে কেঁদে সারা হতে লাগ্‌লেন; আমরা কত বল্লেম্ কত বোঝালেম্ তা তাতে কি তাঁর মন মানে?—এম্নিকোরে তো ভাই কাল্ বোসে সমস্ত রাত্তিরটে কাটিয়েছি——

বিম। তার পরে—তার পরে!—শেষ্‌টা হলো কি?

চপ। শেষ্‌টা যে কি হয়েছে তার সঠিক কিছুই শুন্‌তে পাই নি এখনো। আজ্ সকালে কোটালেরা উঠে গেলে বিদ্যা আমাকে বল্লেন

যে 'চপলা তুই একবার যা দেখি, যদি কোন সন্ধান পাস্,' তাই আমি এখন গিয়ে ছিলেম।

বিম। তা কোন সন্ধান কত্তে পাল্লে?

চপ। কেউ কিছুই ঠিক বোল্‌তে পারে না। কেউ কেউ বলাবলি কচ্চে যে চোর না কি ধরা পোড়েছে। তা ভাই পষ্টও তো কাকে জিজ্ঞাসা কত্তে পারিনে, তবে কিনা কোটালেদের যেরূপ আহ্লাদ দেখে এলেম্ তাতে বোধ হয় সে কথাটা বড় মিথ্যে না হবে। আমি তখনি জানি যে শেষে একটা সর্ব্বনাশ ঘোট্‌বে; তাই আমি মানাও করেছিলেম, বলি এ সকল কর্ম্ম লুকিয়ে হবার নয়; তা ভাই আমার কথা শোনে কে? (নেপথ্যে কোলাহল।) ও কিও! কোটালেদের শব্দ যে শুন্তে পাচ্চি!—ঐ যে, বোধ হয় যেন তারা এই দিকেই আস্‌ছে!—এসো ভাই আমরা এক পাশে সোরে দাঁড়াই। কাজ কি? —ও বেটারা আবার দেখ্‌তে পাবে।

[উভয়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

[নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল এবং সংগীত।]

(রাগিণী পিলু,—তাল পোস্তা।)

কি আর আমাদের আনন্দের সীমা আছে।
এ চোরে ধত্তে পেরে প্রাণের্ তরে ভয় ঘুচেছে॥
চল যাই ত্বরা কোরে,
দিব চোর্ দরবারে,
শিরপা বাঁধ্‌বো শিরে,
মনের্ সুখে রাজার কাছে॥

[বদ্ধকর সুন্দর ও মালিনীকে লইয়া প্রহরী-
দিগের প্রবেশ।]

১ম প্রহরী। চল্ বে চল্!

২য় প্রহরী। আজ্ যে শালার পা আর চলে না। সুড়ঙ্গ দিয়ে যখন রাজবাড়ীতে আস্‌তিস্ তখন কিছু আর এমন গজ-গতিতে আগমন হোতো না! কেমন্ রে বেটা?

সুন্দর। অনর্থক কেন কটুবাক্য বলো। রাজার নিকটে তো নিয়েই যাচ্চো, যা দণ্ড কর্‌বার তিনিই কোর্‌বেন এখন, তোমরা আর কেন অপমান কর?

১ম প্রহরী। আঃ, কি আমার রাজপুত্র এলেন্ গা। ওঁকে কটু বোলোনা, ওঁকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো কর।—যখন সিঁদবাজী কোরে নাগ-রালী কত্তে গিয়েছিলে তখন্ তোমার মান কোথায় ছিল?—চল্ বে চল্, শালা।

২য় প্রহরী। ওহে, বড় তাড়াতাড়ি কোরো না। কোটাল মোশাই বলে দিয়েছেন্ যে তো-মরা এগোও আমি শীগ্‌গির যাচ্চি, পরে সকলে একত্তর হয়ে রাজসভায় যাব। তা ভাই এসো এই খেনে একটু দাঁড়ান যাক্, তিনি আসুন্।

১ম প্রহরী। আচ্ছা, তবে একটু দাঁড়াই। ও চোর বাবু, থামো হে একটু; ইস্। পা যে আর থামে না; প্রায় যেন রাজকন্যের মহলে যাচ্চেন আর কি।

[সকলের অবস্থিতি।

২য় প্রহরী। দেখ ভাই, এ বেটা যেন বিদেশী, কিছু না জেনে শুনেই এককর্ম্ম কোরে ফেলেছে। ভাল, হীরে বেটীর কি সাহস্! ও যে কি বুঝে বাঘের বাসায় ঘোঘ্ নাচাচ্ছিল তা আমি ভেবে পাইনে।

১ম প্রহরী। মাগী মিট্‌মিট্ কোরে চাচ্ছে একবার দেখ্ না! ঐ যে কথায় বলে "মিট্‌মিটে ডাইন্ ছেলে খাবার রাক্ষস্" তা এ মাগী তাই! উঁঃ! ইচ্ছে হয় এক চাপড়ে মাগীর দাঁত এক্‌পাটী উপ্‌ড়ে ফেলি।

[বেগে হীরার নিকটে গমন।

হীরে। দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! ধর্ম্ম, তুমি এর সাক্ষী, এ বেটারা একলা আমায় পেয়ে জাত্ খেতে চায়! দোহাই মহারাজের!—

১ম প্রহরী। আ মোলো! শালী বলে কি হে?

২য় প্রহরী। ওকি সামান্যি ঘাঘী? ও পুরণ ময়না! ওর তিনকাল ঘট্কালি কোরে কোরে গ্যাছে, ওকে আটে কে?

হীরে। কেন! তোদের কার্ বৌ ঝি কাকে এনে দিয়েছি রে, যে অমন কথা আমাকে বলিস্?

১ম প্রহরী। (সক্রোধে) চুপ্ কোরে থাক্ বেটী নচ্ছার!

(ধূমকেতুর প্রবেশ।)

ধূম। কি তোরা আবার গোলমাল লাগিয়েচিস্ রে?

হীরে। দোহাই কোটাল মশার—এরা আমাকে যা ইচ্ছে তাই বোলে গাল্ দিচ্চে! এ রাজ্যিতে মেয়ে মানুষের এত অপমান? এত লাঞ্ছনা?—হায়

হায় হায়। বাবা ধূমকেতু, তুমিত সুবোধ বট, তুমিই এর বিচার করো।

১ম প্রহরী। (কোটালের প্রতি) মশায়, ও বেটী তো দুষ্কম্মের শেষ করেছে—আবার এম্নি শক্ত শক্ত কথা বল্‌চে যে শুন্‌লে সকল গাটা জ্বলে ওঠে।

হীরে। আমি দুষ্কম্ম কোরেছি আর তোরা সব সাধু! কৈ কোটাল তো আমাকে কটু বোল্‌ছেন্ না, তোরা অমন্ করিস্ কেন?—আমার গৌরব তোরা কি বুঝ্‌বি বল্ দেখি?—বলে "চাষার হাতে সাল্‌গেরাম।"

ধূম। (হাসিয়া) হাঁ, তুমি যে মানুষ তোমার গৌরব ওরা কি বুঝ্‌বে? তা মিছে বিবাদে আর কাজ নেই। চল সকলে রাজার কাছে যাই, সেই খেনেই সব কথার বিচার হয়ে উচিত সম্মান পাবে এখন।

হীরে। বাবা ধূমকেতু! আমাকে আর কেন নিয়ে যাবে বাছা। এ বুড়ীটেকে খুন্ কল্লে কি হবে বল দেখি। দুটী চক্ষের মাথা খাই যদি

আমি এর কিছু জানি! ধর্ম্ম সাক্ষী বাপু যদি আমি কোন পাপে থাকি।

সুন্দর। মাসি, মিছে উতলা হও কেন? রাজার কাছে চলনা সেখানে তো আর অবিচার হবার সম্ভব নেই।

হীরে। (সক্রোধে) তোর মাসী কেরে বেটা? হাঁ রে অপ্পেয়ে ডেক্‌রা? তোর মাসী কে বল্ দেখি? অম্নি কোরেই তো আমার সর্ব্বনাশ টা কল্লি। এখনো দেখি ছাড়িস্ নে। এই কি তোর হোমকুণ্ড, না এই তোর দৈবসাধন? হাঁ রে পোড়ার-মুখো? এখন যে আর কথা কোস্ নে? তোকে থাক্‌তে ঠাঁই দিয়েই তো আমার এই নাঞ্ছনা। তা আজ্ অবধি এই নাকে কানে খত্, আর বিদে-শীকে কখন এজন্মে বাসা দোব না।—বাবা ধূমকেতু, আমায় এই বারটি ছেড়ে দাও।

ধূম। আর বাসা দেবেনা সে তো পরের কথা, এখন যে কাজ করেছো, তার তো ফল ভুগ্‌তে হবে।

হীরে। (সরোদনে) হ্যা দেখো বাবা, এই

গলায় কাপড় দিয়ে তোমাকে বোল্‌চি, দোহাই ধর্ম্মের, আমি এর কিছু জানিনে! বাপু, তোমার মা আমাকে কত ভাল বাসতেন—কত যত্ন কত্তেন্‌, তা বাছা তোমার মা বাপের পুণ্যিতে আমাকে ছেড়ে দাও, আর ও বেটা যেমন কর্ম্ম করেছে ওকে এখনি অগ্নি শালে দাও গে, তা হল্যে তোমার সুখ্যেতে জগৎ পূর্ণ হবে!—আমাকে ছেড়ে দাও বাছা, দোহাই তোমার!

ধূম। তাও কি হয়? তোমাদের দুই জন্‌কেই রাজার কাছে যেতে হবে। তবে ছেড়ে দেবার কথা, সেই দক্ষিণ মশানে গিয়ে একেবারেই হবে। (প্রহরীদিগের প্রতি) ন্যাও! ন্যাও! আর দেরিতে কাজ নেই। চল, রাজসভায় চল, বেলা অধিক হোতে লাগ্‌লো।

[সুন্দর ও কোটালের প্রস্থান এবং হীরেকে টানিয়া লইয়া প্রহরীদিগের প্রস্থান।

বিম। তবে সত্যিই চোর ধরা পড়েছে।

চপ। চক্ষেই ত দেখ্‌লে আর জিজ্ঞাসা কেন কচ্চো?

বিম। কিন্তু ভাই, এমন রূপ তো কখন দেখিনি। সাধে কি রাজকন্যের মন ভুলেছে?—ঐ যে বলে, বলে "উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম।" তা না হবে কেন?—যেমন রাজকন্যে তার মতোই বর হয়েছিল।

চপ। তা ভাই, নিদয় বিধি শেষ রাখ্‌লে কৈ?

বিম। তাইতো!—আহা, এমন চাঁদেরও এমন্ দশা ঘটে!—পোড়া বিধাতার কি বিড়ম্বনা!

চপ। আর ভাই! ও কথা কেন কচ্চো?—মিষ্টি আঁবেই পোকা ধরে তা কি জান না?—যাই ভাই, আর দাঁড়াতে পারি নে। রাজকন্যেকে দুঃখের কথা টা বলি গে! তিনি অম্‌নি চাতকের মত চেয়ে রয়েছেন।

বিম। তবে আবার কবে দেখা হবে বল দেখি?

চপ। যদি বেঁচে বত্ত্যে থাকি তবে শীগ্‌গিরি

দেখা হবে। অদৃষ্টে যে কি আছে তাতো বল্‌তে পারিনে ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(বিদ্যার মন্দির, বিদ্যা সচিন্তায় উপবিষ্টা।)

(চপলা ও সুলোচনার প্রবেশ।)

চপ। (জনান্তিকে) আমি তো এ নিদারুণ কথা বল্‌তে পার্‌বো না, তুমি ভাই আগিয়ে গিয়ে বল।

সুলো। তবে কাজেই আমাকে বল্‌তে হোলো। তা সঙ্গে আস্‌তেও কি নেই? সঙ্গে এসো না। তায় দোষ কি?

চপ। তা যাচ্চি চল।—দুজনেই যাই। (বিদ্যার নিকটে উভয়ের আগমন।)

বিদ্যা। (দেখিয়া সাগ্রহতায়) তবে তবে সখি, কি শুনে এলে বল দেখি?——কেন কিছুই যে বোল্‌চ না?

সুলো। (সখেদে বিদ্যার প্রতি) রাজকন্যে! সে নিদারুণ কথা আমরা কেমন কোরে তোমার কাছে বলি—আমাদের বড় ভয় যেটা ছিল তাই বিধাতা ঘটিয়েছে।

(রাগিণী ললিত,—তাল আড়া।)

কহিবো কি প্রাণসখি কহিতে বরিষে আঁখি।
সে জন পোড়েছে ধরা তুমি যার সুখে সুখী॥
যুগল কমল করে, রেখেছে বন্ধন কোরে,
বিদরিয়ে যায় বুক, সে মুখ মলিন দেখি॥

বিদ্যা। (সচকিতে) অ্যাঁ! শেষে কি এই হলো? (কপালে করাঘাত করিয়া) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল!

(রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়া।)

কি শুনালে প্রাণসখি নাগর পোড়েছে ধরা।
তবে তো আমার আর বিফল জীবন ধরা॥
কি বলিব সহচরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
এখনি প্রবেশ করি, বিদীর্ণ হইলে ধরা।
প্রণয়ের প্রতিবাদী, দিয়ে হোরে নিল নিধি,
এই কি বিধির বিধি, রমণী নিধন করা॥

তা সখি, আমার আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে সাধ নেই। যাঁকে নিয়ে সংসারের সকল সুখ, তাঁরি যদি এই হলো তবে আমার আর মিছে বেঁচে থাকায় ফল কি বল দেখি? (অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন।)

সুলো। সখি আর কেঁদো না।—যে কথা বোল্‌ছো তা যথার্থ বটে বুঝ্‌ছি, কিন্তু তার তো আর কোন উপায় নেই। বিধাতা বিমুখ হলে কে কি কত্তে পারে? আমাদের কপাল বড় মন্দ, নৈলে এমন বিনি মেঘে বজ্রাঘাত কেন হবে? তা মন্‌কে প্রবোধ দাও।

বিদ্যা। (সখেদে) সখি, মন বোঝে কৈ?—নিদারুণ বিধি কি শেষে এই কল্লেন্।

"হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের,
মণিহার হৃদয়ের,
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে।"

কেবল যন্ত্রণাভোগ কত্তেই আমি পৃথিবীতে এসেছিলেম, নৈলে দেখ আজ্ পর্য্যন্ত একটি দিনও আমার সুখের তরে হলো না। কি জানি বিধাতার কেমন বাদ, আমার সুখকর-বস্তু তিনি আগে অপহরণ করেন,—আমার প্রিয়তাই অলক্ষণ সূচক।—সখি, তবু আশার বিপরীতে আশা করেছিলেম যে এত কষ্ট সয়ে শেষে মনের মত পতি পেলেম্ এখন বুঝি সব দুঃখ দূরে যাবে। তা সখি, সকল সাধ্‌তো আজ্ আমার মিট্‌লো। এখন নিশ্চয় বুঝ্‌লেম্ যে জীবন সত্বে আমার যন্ত্রণার শেষ নাই।

সুলো। সকলই কপালে করে ভাই। নৈলে তুমি রাজার মেয়ে, তোমার কিসের ভাবনা বলো দেখি? তা তুমি তো অবোধ নও, তোমাকে আর আমরা বোঝাবো কি?

বিদ্যা। হাঁ সখি, বুঝ্‌তে তো সবই পাচ্চি, কিন্তু বুঝেই বা স্থির হতে পারি কৈ? কপাল যদি মন্দ না হবে তবে এমন্ দুর্দ্দশা কি সৈতে হয়। পিতে মাতা, যাঁদের হতে অধিক সংসারে

কেউ নেই,—যাঁরা সন্তানের সুখ বর্দ্ধনের জন্যে প্রাণপণ করেন—আমার অদৃষ্টদোষে তাঁরাই আমাকে আজন্মকাল বৈধব্য যন্ত্রণায় নিক্ষেপ কত্তে উদ্যত, আর অধিক বোল্‌বো কি?

চপ। রাজনন্দিনি, খেদ কল্লেই বা আর কি হবে বলো। আপ্‌নার অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, পূর্ব্বকথা অনুসূচনায় কেবল দুঃখ বাড়ানো বৈ ত নয়? তা কোন প্রকার কোরে মনকে সান্ত্বনা কর, না হলে আর উপায় কি?

বিদ্যা। (দীর্ঘনিশ্বাস) সখি, কি কোরে শান্ত হই তা বলো!—মন কি আমার প্রবোধ মানে?

(রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।)

আমায় বুঝাও কি সোই বল না।
চিরদিন কত প্রাণে সয় যাতনা॥
পেয়ে নানা মত দুখ, হইল উন্মুখ সুখ,
যদি বিধি দিল নিধি তাও রোলো না।
যে যাতনা নিশি দিনে, প্রাণ বাধি কেমনে মনে,
প্রাণধন বিনে কেন প্রাণ গেলো না॥

তা সখি, আমারও প্রাণটা বড় কঠিন, নৈলে এ কথা শুনেও কেন আমি এখনো বেঁচে আছি।

সুলো। রাজনন্দিনি, কিন্তু একটা কথা ভাই আমি বোল্‌চি কি, যে আগেই আমরা এত অভর্সা হচ্চি কেন? রাজসভায় যে কি হবে তাওতো এখন বলা যায় না।

বিদ্যা। রাজসভায় আর হবে কি?—তুমিও যেমন! আমার শোকানলের পূর্ণাহুতি হবে, আর হবে কি?—হা নাথ! এ অভাগিনীর জন্যে তোমায় এত দুঃখও পেতে হোলো।

সুলো। তুমি যদি বলো, তা হলে আমরা একবার ছাতের উপর থেকে দেখে আসি রাজসভায় কি হচ্চে।

বিদ্যা। যাতে ভাল হয় তাই করো ভাই। আমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই।

সুলো। চপলা, চল্ না লো একবার দেখে আসিগে।

চপ। চলো।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

বিদ্যা। (আত্মগত) তবে আমি এখানে একলা বসেই বা আর কি করি—যাই, ঘরে শুয়ে থাকি গে।—আঃ! ঠাকুর এই করেন, আমার প্রাণটা অম্নি বেরিয়ে যায়—আর উঠ্‌তে না হয়! (গাত্রোত্থান করিয়া) হে দেবদেব মহাদেব! প্রভু, তোমাকে যে এত উপসনা কল্লেম তার কি এই ফল হলো? হাঃ!—তা তোমারই বা দোষ কি দেবো, সকলি আমার কপালে ঘটে। (কর যোড় করিয়া) ঠাকুর! অতি কাতর হয়ে এই শেষ ভিক্ষে চাই, দুঃখিনীর এই মিনতিটি রাখো, কাল্‌কের প্রভাত যেন আর আমাকে দেখ্‌তে না হয়!

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(সভা গৃহে রাজা বিরলে আসীন)

(নিকটে কেবল মন্ত্রী উপাবিষ্ট—কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাভট্ট দণ্ডায়মান।)

রাজা। কেমন মন্ত্রি, গঙ্গাভাট যা বল্লে মনোযোগ কোরে শুন্‌লে তো ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সকলি শুন্‌লেম।

রাজা। তবেত্তো তাঁকে চোর বোলে মসানে পাঠিয়ে দেওয়াটা ভাল হয়নি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, পূর্ব্বে তো এতো বিশেষ বৃত্তান্ত জানা যায় নি যে ইনি গুণসিন্ধু রাজার পুত্র ; সুতরাং দোষ বিবেচনাতেই দণ্ড বিধান হয়েছিল।

রাজা। কিন্তু তাঁর আকার প্রকৃতি দ্বারা আমার তখনি বিলক্ষণ সন্দেহ হয়েছিল যে ইনি সামান্য লোক না হবেন। আর যথার্থ বলতে কি, তাঁর তরুণ বয়েস আর মধুর মূর্ত্তি দেখে মনে মনে একটু মায়াও হয়েছিল। সে যা হোক, আর

বিলম্ব করা উচিত নয়। তুমি স্বয়ং গিয়ে সত্ত্বর তাঁকে এখানে নিয়ে এসো; আমি বোধ কার কোটালেরা এখনও মসান পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি।

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!—আমি এখনি চল্লেম। (গমনোদ্যত।)

রাজা। কিন্তু দেখ, কেবল সুন্দরকেই এখানে আন্‌বে, কোটাল প্রভৃতির আস্‌বার প্রয়োজন করে না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মন্ত্রীর গমন।

রাজা। (ভট্টপ্রতি) কেমন ভট্টরাজ, তুমি বিশেষ করো্যে তাঁকে দেখেছো তো?—তোমার মনে আর কোন সন্দেহ নাই।

ভট্ট। (কর যোড় করিয়া) পৃথ্বীনাথ, বিশেষ কোরে না দেখে ধর্ম্মাবতারের নিকট নিশ্চয় কোন কথা কি নিবেদন কত্তে পারি?

রাজা। তবে ইনিই সেই গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর?

ভট্ট। আজ্ঞে তার প্রতি আর কোন সন্দেহই নাই।

রাজা। তবেতো তোমাকে একথা না জিজ্ঞেসা কল্লে একটা প্রমাদ ঘোটে উঠ্তো, এখন ধর্ম্মে রক্ষা করেছেন এই আমার পরম ভাগ্য!—তা কৈ? মন্ত্রীতো এখনো রাজপুত্রকে নিয়ে পোঁছ-লেন না, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখোতো তাঁরা কত দুরে আস্‌চেন?

ভট্ট। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[গমন।

রাজা। (স্বগত) এত বিলম্বই হচ্চে কেন?—কোন অঘটন না ঘোটে থাকে তা হলেই তো রক্ষা।—(সোৎকণ্ঠায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ-চারণ) বিদ্যাবতীর সঙ্গে যখন গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হয়েছে তখন তার আর অন্যথা কি আছে। তবে কি না অপাত্রের সঙ্গে এমন ঘটনা হলে বরঞ্চ কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণাও সহ্য হোতো তথাপি পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মল কুলমর্য্যাদায় কলঙ্ক অর্পণ

'কত্তে কখনই পাত্তেম না। কিন্তু এখন দেখছি যে বিদ্যা আমার মনোনীত বরকেই বরণ করেছে। তা ভাগ্যে সেটা আগে জান্তে পাল্লেম। নৈলে অহেতু কন্যার বৈধব্য দশার কারণ আমাকেই হতে হোতো। তা হলে আর আমার পরিতাপের সীমা থাকতো না।—কৈ? তারা এখনো যে এলো না?—কচ্চে কি?—(নেপথ্যে পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া) এই বুঝি আসছে।

(গঙ্গাভাটের প্রবেশ।)

ভট্ট। মহারাজ, কাঞ্চীরাজ তনয়কে সমিভ্যারে নিয়ে মন্ত্রীমহাশয় এসেছেন।

রাজা। কৈ? কোথায়?

(মন্ত্রী ও সুন্দরের প্রবেশ।)

রাজা। (সুন্দরকে আলিঙ্গন করিয়া) এসো বাপু এসো। (কর ধারণ পূর্ব্বক আপনার আসনে বসাইয়া) বাপু, তোমাকে চিন্তে না পেরে অনেক দুঃখ—অনেক কষ্ট দিয়েছি, তা আপনার দোষ

স্বীকার কো রে তোমাকে অনুরোধ কচ্চি, আজ অবধি সে সকল কথা বিস্মৃত হও।

সুন্দর। মহারাজ, আপনার দোষ কি? আমি যেমন কর্ম্ম কোরেছি তারই উপযুক্ত দণ্ড আপনি দিয়েছিলেন। বরঞ্চ আমি বয়োধর্ম্মের চাপল্য বশতঃ মহারাজের নিকটে সহস্র দোষে দোষী হয়েছি। অনুকূলতা প্রকাশে আমার সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হউক্।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি, এক কর্ম্ম কর, জনেক লোক পাঠিয়ে দাও, অন্তঃপুর হোতে বিদ্যাবতীকে এখানে আস্‌তে বলে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মন্ত্রীর গমন।

রাজা। (সুন্দরের প্রতি) তোমাকে যে প্রকার দুঃখ দিয়েছি বাপু, তাতে কি কোরে যে তার উপযুক্ত তুষ্টি জন্মাবো এ আমি স্থির কত্তে পারি নি। তবে এই বিবেচনা কোরেছি যে যদিচ তুমি আমার বিদ্যাবতীকে গান্ধর্ব্ববিধানে

বিবাহ কোরেছ কিন্তু সে বিবাহে আমি সম্মত দিলে তোমার যত পরিতোষ জন্মাবে এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।

সুন্দর। (করযোড় করিয়া) মহারাজ, আপনার কৃপাতেই আমার সকল যন্ত্রণা মোচন হলো—আমি আজ্ চরিতার্থ হলেম্।

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। কৈ মন্ত্রি? বিদ্যাবতী কি আস্‌চেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, এখনি আস্‌বেন।

রাজা। (সুন্দরের প্রতি) ভাল বাপু!—এক্‌টা কথা তোমাকে বলি, তুমি প্রথমে যেন বিচারের পণ শুনেই ছদ্মবেশে এসেছিলে, কিন্তু পরে যখন আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম তখন তুমি আপ্‌নার পরিচয় দিলে না কেন?—তা হলেতো আর এত উৎপাত ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না?

সুন্দর। মহারাজ, আমি পরিচয় দিলে আমার কথায় কে প্রত্যয় কত্তো? বরঞ্চ সভাসদ্ সকলেরি বিলক্ষণ অনুমান হতো যে এক তুচ্ছ প্রাণের

আশঙ্কায় কতকগুল অলীক কথা কল্পনা কর্‌চ্চো বোল্‌চি। তা হলে মহারাজ, আমার কাপুরুষত্বের আর সীমা থাক্‌তো না। বিশেষতঃ পরিচয়ের পরে দণ্ডিত হলে কেবল পিতৃপুরুষের নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করা হোতো; কিন্তু তার অপেক্ষা ক্ষত্রিয়সন্তান যে মরণও মঙ্গল জ্ঞান করে সে কথা মহারাজের নিকটে আমি আর কি জানাব ?

(সুলোচনা ও চপলা সমভিব্যাহারে অবনত মুখে বিদ্যার প্রবেশ।)

বিদ্যা। (জনান্তিকে) সখি, আমি কেমন কোরে পিতার কাছে মুখ দেখাবো ?

সুলো। (জনান্তিকে) মহারাজ যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন তার আর ভাবনা কি ? চলো।

রাজা। (দেখিয়া) এসো মা এসো !—তোমাকে অশেষ দুঃখ অশেষ যন্ত্রণা সহ্য কত্তে হয়েছে ! কিন্তু আজ্ অবধি তোমাদের সকল দুঃখের শেষ হলো। (উঠিয়া বিদ্যার কর গ্রহণপূর্ব্বক সুন্দরের প্রতি) বাপু এই ন্যাও ! বীরসিংহের সর্ব্বস্বধন আজ্ তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম।

(সুন্দরকে বিদ্যা সমর্পণ এবং নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি।) এর প্রতি স্নেহ মমতা কোরো, একথা আমার বলাই বাহুল্য। কারণ পরস্পর অশেষ স্নেহ না হলে আর উভয়ে এত যাতনা কখনই সহ্য কত্তে পাত্তে না; সুতরাং সে বিষয়ে আমি আর বোল্‌বো কি; তবে জগদীশ্বরের নিকট এই

প্রার্থনা করি যে আজ্ অবধি উভয়ের দুঃখের অন্ত হোক, এখন বহুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে তোমরা পরম সুখভোগ করো! আর ত্বরায় তোমাদের একটি সুসন্তান হোক্! (সুন্দর ও বিদ্যার ভূমিষ্ঠ প্রণাম।)

সুন্দর। (করযোড়ে) মহারাজ, অদ্য আমার সকল দুঃখই দূর হলো, তবে মনে এই খেদ রৈল যে আপনার অপার দয়ার উপযুক্ত পাত্র আমি হতে পারি নি!

ভাট।

হরগৌরী রতি কামহিঁ যৈসেঁ।
বিদ্যাসুন্দর মিলন হিঁ তৈসেঁ॥
ধন ধন্য সুন্দর রাজ-দুলারী।
মোহ ভয়ে দুহু রূপ নিহারী॥
কবি গঙ্গা শুভ মঙ্গল গায়েঁ।
কুঙর কুঙরী নিত সুখ পায়েঁ॥

সুন্দর। মহারাজ, আপনার কৃপায় সকল সুখ সম্পন্ন হোলো; কিন্তু আমার আর-এক প্রার্থনা আছে।

রাজা। কি প্রার্থনা বাপু, বলো? তোম অদেয় তো আমার কিছুই নেই।

সুন্দর (করযোড়ে) মহারাজ, অনুগ্রহ করে মালিনীর প্রাণদান করেছেন কিন্তু তাকে নগর হত্যে বহিষ্কৃত করবার অনুমতি প্রকাশ হয়েছে, তা আমার প্রতি সদয় হয়ে তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা করুন।

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) তুমি যখন বল্‌চো তখন তার আর অন্যথা কি আছে! ভাল, তাই হবে। (মন্ত্রীর প্রতি) দেখ মন্ত্রি, মালিনীর সকল অপরাধ আজ্ ক্ষমা করা গেল, অতএব তার প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয়।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) এখন তবে তুমি বিবাহের উপযুক্ত আনন্দোৎসবের উদ্যোগ গে, নগরে যেন নিরুৎসাহে আজ কেউ না থাকে। —পুরজনেরা বরবধূ দেখ্‌বার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে থাক্‌বেন অতএব এঁদের নিয়ে আমি স্বয়ং একবার অন্তঃপুরে গমন করি।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমাদের আজ্ জীব
সার্থক হোলো।

(মন্ত্রী ও ভট্টের এক দিক্ দিয়া প্রস্থান, এবং অ
দিক দিয়া আগ্রে বিদ্যা ও সুন্দর তৎ পশ্চাতে
রাজা পরে সুলোচনা গমন করিতে করিতে
নেপথ্যে সংগীত।)

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল খেমটা।

হায় কি সুখের্ আগমন্।
অশেষ হরষে পূর্ণ ভূপের ভবন্॥
দুখ তম দূরে গেল, সুখ শশী উদয় হলো,
করো গান সুমঙ্গল, যত পুরজন্।
রাজবালা বিরহিণী, পেয়ে পতি গুণমণি,
অতি দুখ সয়ে ধনী, আনন্দে মগন॥
উভয়েতে চিরদিন, এ প্রণয় রয় যেন,
কি বিধি মিলালে যেমন, রতনে রতন্॥

[যবনিকা পতন।

ইতি বিদ্যাসুন্দর নাটক।